হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু [illegible] সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব [illegible] তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরাণ শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে [illegible] তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরাণ শরীফ, সুরা আন্ফাল্।

আহ্মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর
১৯৩৬

প্রবন্ধ সুচী

দোয়া ১৮৯
কোরাণ তত্ত্ব (৫) :— ... ... ১৯০—৯১
কোরাণ শরীফ ও 'বিসমিল্লাহ্'
হাদিসের যৎকিঞ্চিৎ :— ১৯২
প্রকৃত 'শহীদ' কে :— ১৯২
আহ্মদীয়তের জয়নাদ :— ... ... ১৯৩—৯৮
প্রত্যেক দেশেই নবী; কোরাণ-শরীফ কামেল কিতাব; নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া; ইস্লামের শিক্ষার যুক্তিযুক্ততা; কোরাণ শরীফের 'তরতিব'; হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) প্রভাব; ব্যবহারিক জীবন; 'তাহ্রিকে জদীদ'; পাশ্চাত্যানুকরণ; জামায়াতের সহিত নামাজ; জামায়াতের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী; সংস্কারের উপায়; দোয়া।
হজরত মসিহ্ মা-উদ (আঃ) এর অমৃতবাণী :— ... ... ১৯৯—২০০
কার্পণ্য ও ঈমান; খোদা ও ধন সম্পদ; স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার; খোদাতাআলার সন্তোষ।
প্রতিকারের উপায় কি :— ... ... ২০১—২
নীতি-শিক্ষা :— ২০৩
কোরাণ শরীফ ও ইঞ্জিল কিতাব।
'আহ্মদী'র মন্তব্য :— ২০৪
জগৎ আমাদের :— ... ... ২০৪—৬
হাঙ্গেরী; আফ্রিকা; প্যালেষ্টাইন; তুরস্ক; মোবাল্লেগীনের বিষয়; দারুৎ তবলীগ; সদর আঞ্জোমন; ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে মসজিদ; প্রাপ্তি স্বীকার; কন্ফারেন্সের প্রোগ্রাম।

বার্ষিক চাঁদা ১৷৽
প্রতি সংখ্যা ৵৽

সম্পাদক—আবদুর রহ্মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বঙ্গীয় আহ্‌মদী সম্প্রদায়ের বিংশতি অধিবেশন

ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে

(ত্রিপুরা)

২৮।২৯।৩০শে অক্টোবর ১৯৩৬ ইং

মোতাবেক ১১।১২।১৩ই ১৩৪৩ বাং

সকলের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়

১লা নবেম্বর ! ১লা নবেম্বর !!

আহ্‌মদী সঙ্ঘের বাৎসরিক **তব্‌লীগ দিবস আগামী ১লা নবেম্বর।** আহ্‌মদী ভ্রাতা ভগিনিগণ অন্যান্য সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া 'আহ্‌মদীয়তের' শুভ সংবাদ প্রচারে ব্রতী হউন ও স্বর্গীয় আশীষ লাভ করুন।

পুস্তকাদির জন্য সত্বর আবেদন করুন

আহমদীর গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন।

নিখিল আহ্‌মদী সঙ্ঘের 'মোশাবেরা' কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন

কাদিয়ানে

২৩।২৪।২৫শে অক্টোবর

১৯৩৬ ইং

প্রত্যেক শিক্ষিত ভ্রাতা স্বয়ং গ্রাহক হউন।

বঙ্গীয় 'অস্পৃশ্য' ভ্রাতাভগিনিগণকে

উপহার

'অস্পৃশ্য জাতি ও ইস্‌লাম'

মোস্‌লিম সমাজ কর্ত্তব্যপরায়ণে তৎপর হউন। উক্ত পুস্তক আপনাদের প্রতিবাসী 'অস্পৃশ্য' ভাই-বোনদিগকে উপহার দিয়া সত্য ইস্‌লামের শান্তিবাণী প্রচার করুন।

—'অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম'—

মূল্য প্রতি কপি—তিন পয়সা।
একত্রে এক টাকায় ২৫ খান।
একত্রে পাঁচ টাকায় ১৫০ খান।
একত্রে দশ টাকায় ৩৫০ খান।

পাঁচ টাকার কম অর্ডারের জন্য ভিঃ, পিঃ, করা হয় না। নিম্নতম অর্ডারের জন্য মূল্য অগ্রিম দেয়।

প্রাপ্তিস্থান :—

ম্যানেজার—'আহ্‌মদী কার্য্যালয়'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

আহমদী

ষষ্ঠ বর্ষ | সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ | নবম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكفرين

হে প্রভো! সকল প্রশংসা তোমার। তুমি আমাদিগকে তোমার নবীর ডাকে সাড়া দিবার সৌভাগ্য দান করিয়াছ। তোমার অনুগ্রহ না পাইলে আজ আমরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিতাম। এই অনুগ্রহের দরুণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমাদিগকে দান কর। আমরা যেন তোমার নবীর আনিত সংবাদ পৃথিবীর সকল কোণে পৌছাইতে সক্ষম হই। তুমি এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান। মানবমাত্র সকলই এক পিতার সন্তান, সুতরাং পরস্পর ভাই ভাই। তোমার প্রদত্ত ধর্ম্মই একমাত্র মানব ধর্ম্ম যাহা মানবকে ইহকালে ও পরকালে শান্তি ও সুখ দান করিতে সক্ষম। একমাত্র ইসলামের অনুষ্ঠানসমূহ-ই জগতে সকল বিপজ্জাল ছিন্ন করিয়া পরস্পর জাতি সমূহের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম। এই সংবাদ প্রচার করিবার জন্য আবশ্যকীয় গুণ ও মন আমাদিগকে দান কর; এবং আমাদিগকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলামের সকল প্রকার শিক্ষা ও অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করিয়া অন্যান্য জাতির জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবার সৌভাগ্য দান কর। জগত অজ্ঞানতা বশতঃ শত্রুমিত্রের মধ্যে প্রভেদ করিতে অক্ষম। তাহারা আজ আমাদিগের শত্রুতা করিতে কৃতসঙ্কল্প। মিত্রকে শত্রু জ্ঞানে, অমৃতকে গরল বোধে আজ তাহারা আমাদিগের ধ্বংস সাধন করিতে বদ্ধপরিকর। তাহাদের তুলনায় আমাদের ক্ষমতা, আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধন অকিঞ্চিৎকর। তুমি ভিন্ন আমাদিগের অন্য সাহায্যকারী আর কেহই নাই। তাই তোমার পদে আমাদের আকুল প্রার্থনা,—আমাদের ভীতি দূর কর, এই সংগ্রামে আমাদিগকে ধৈর্য্য দান কর। আমাদের হৃদয়ে বল দাও। তোমার প্রদত্ত দান সমূহের সদ্ব্যবহার করিবার উপযুক্ত জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তি আমাদিগকে দান কর। সত্য মিথ্যার এই সংগ্রামে আমাদিগকে তোমার বিশেষ সাহায্য প্রদান কর। আমীন!

কোরাণ-তত্ত্ব (৫)

কোরাণশরীফ ও 'বিস্‌মিল্লাহ্‌'

'বিস্‌মিল্লাহ্‌'কে প্রত্যেক সূরার প্রথমে রাখা হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে যত ভাল কাজই হউক না কেন, দেখা গিয়াছে যে দুষ্ট লোক ইহাতেও কোন না কোন মন্দ দিক বাহির করিয়া লয় এবং অনেক সময় এই রকমও হইয়া থাকে যে, মানুষ কোন একটা ভাল কাজ আরম্ভ করে, কিন্তু কতদূর চলিয়া অবশেষে এমন একটা বাধা পায় যে একেবারে ধ্বংশের পথে পতিত হয়। যেমন হজরতের (সাঃ) ওহি লিখক সম্বন্ধে বিখ্যাত রাওয়ায়েত আছে যে, একদা হজরত রসুলে করীম (সাঃ) ওহি লিখাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ঐ লিখকের মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল

فتبارك الله احسن الخالقين

হজরত রসুল করীম (সাঃ) ও বলিলেন এই শব্দগুলিই ওহি হইয়াছে, ইহাই লিখিয়া লও। সেই হতভাগা মনে করিল যে আমার মুখ হইতে একটা ভাল কথা বাহির হইয়াছে ইহাই তিনি নকল করিয়া লইলেন। সে ইহা বুঝিতে পারিল না যে কোরাণ শরীফের বাক্য নিজেই কথা বলে। কবিতার কোন একটা ভাল পদের অর্দ্ধেক শুনিয়াই যেমন লোকে বাকী অর্দ্ধেকটা বুঝিয়া লয় এই রকম এ স্থলে ওহীর (ঐশী বাণীর) প্রথম অংশটা বাকী অংশটাকে নিজেই পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। এই রহস্যটুকু না বুঝিবার দরুণ সে 'মুরতাদ্‌' হইয়া গেল এবং মনে করিল যে কোরাণ শরীফ মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) এর নিজের কল্পিত।

দেখ কত বড় মহান কাজ সে করিতেছিল, কিন্তু শয়তান তাহার হৃদয়ে এমন কথা ফেলিয়া দিল যাহাতে সে ধ্বংশ হইয়া গেল। এইভাবে লোক সৎকাজে লিপ্ত হয়, কিন্তু শয়তান তন্মধ্যে এমন কথা সৃষ্টি করিয়া দেয় যাহাতে সেই ব্যক্তি প্রকৃত সত্য হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়ে এবং অবশেষে ধ্বংশ হইয়া যায়। অতএব এই আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা কোরাণ শরীফের প্রথমে 'বিস্‌মিল্লাহীর-রাহ্‌মানীর-রাহীম' রাখিয়াছেন। ইহাতে তিনি যেন এই শিক্ষা দিলেন যে তুমি-ত কোরাণ শরীফ পড়িতে আরম্ভ করিলে—ইহা অত্যন্ত সৎকর্ম্ম, কিন্তু তবুও আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া লও, কেননা উৎকৃষ্টতম কাজেও এমন বাধা হইতে পারে যাহা ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। অতএব এক মিনিটও আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া থাকা উচিৎ নহে।

অনেকে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াও কোন কারণে অবনতির পথে পতিত হইয়া যায়; এমন কি 'কসফ্‌' ও 'এলহামাত' পর্য্যন্ত তাহাদের লাভ হইতে থাকে, কিন্তু তথাপিও পদস্খলিত হয়। ডাক্তার আবদুল হাকিম সম্বন্ধে আমি মনে করি না যে 'মুরতাদ' হইবার পূর্ব্বে তাহার 'এলহাম' হইত না; কিন্তু অহঙ্কার তাহার পরিনাম নষ্ট করিয়া দিল। তাহার ভিতর এই অহমিকা আসিয়াছিল—'আমার ও এলহাম হয় আর মীর্জা সাহেবেরও (হজরত মসিহে মাউদ আঃ) ওহী হয়। আমাতে আর তাঁহার মধ্যে বেশকম কি?' এইজন্যই সে পথ ভ্রষ্ট হইয়া গেল। এই রকম কোথাও এক বাদশাহ অন্য বাদশাহকে নিকৃষ্ট মনে করে, কখনও একজন আলেম অন্য আলেমকে ছোট মনে করে, কখনও একজন ধার্ম্মিক অন্য ধার্ম্মিককে অপমান করে, ইহার ফল এই হয় যে এইরূপ ব্যক্তি নিজেই অহঙ্কারের দরুণ ধ্বংশ হইয়া যায়। এইজন্য মোমীনদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা এই শিক্ষা দিয়াছেন যে তোমরা নিজের সমস্ত কাজে, তাহা যতই উৎকৃষ্ট হওক না কেন, আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া লইও, এবং সাহায্যও সেই খোদাতায়ালা হইতে চাহিও যিনি রাহমান, রহীম।

এখানে একটা প্রশ্ন উদয় হয় যে, এস্থলে আল্লাহ্‌তায়ালা কেবল 'রাহমান' 'রাহীম' এই দুইটা গুণেরই উল্লেখ করিলেন কেন? আরও ত অনেক গুণ তাঁহার আছে। ইহার এক উত্তর এই যে মানুষ যে কাজই করুক না কেন তাহার জন্য দুইটা বিষয় নিতান্তই দরকারী। প্রথমতঃ উপকরণগুলি সন্নিবেশিত থাকা চাই, দ্বিতীয়তঃ ঐ সমস্ত উপকরণের ফলও উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এক ব্যক্তি যদি কোরাণ শরীফ পাঠ করিতে ইচ্ছা করে,—প্রথমতঃ কোরাণ শরীফ সংগ্রহ হওয়া চাই; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার চক্ষু কর্ণ বিদ্যমান থাকিবে,

তাঁহার হৃদয়ে পড়িবার বাসনা জাগিবে, কুচিন্তা যেন তাঁহার প্রতিবন্ধক হইয়া না দাড়ায়; এতগুলি জরুরি বিষয় পূর্ণ হইবার পর সেই ব্যক্তির কোরাণ পাঠ করিবার সুযোগ মিলিবে। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার 'রহ্‌মানীয়তে'র গুন এই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেয়, যাহার সাহায্যে কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। অতঃপর মানুষ যখন 'রহ্‌মানীয়ত' গুণের সাহায্য নিয়া কোন কাজ করে তখন 'রহীমিয়ত' গুণের প্রকাশ হয়, অর্থাৎ সেই কাজের মধ্যে ক্রমশঃত্ব ও বহুলত্বের সৃষ্টি হয় এবং মানুষের কর্ম্মকে পূর্ণত্বের সেই সীমা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে সে পুরস্কারের অধিকারী হইয়া পড়ে।

অতএব মূলতঃ মানুষের জন্য প্রত্যেক কর্ম্মে এই দুইটা গুনের দরকার হয় এবং এই কারণেই এই দুইটা 'গুণ'কে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌র' অন্তর্গত করা হইয়াছে এবং বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—'তোমরা বিশেষ ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার এই দুইটা গুণের প্রতি লক্ষ রাখিও।' কারণ ইহা ব্যতিরেকে দুনিয়ার কোন কাজ চলিতে পারে না। কখন কখন উপকরণ সংগ্রহ হইয়া যায় কিন্তু ভাল ফল উৎপন্ন হয় না; এরূপ হইবার কারণ আল্লাহ্‌র 'রহীমিয়ত' গুণ ঐ সমস্ত উপকরণের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে নাই; যেমন 'এস্তেস্কা' গ্রস্ত রোগীকে যতই জল পান করান যায় তাহার পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। এখানে জল বিদ্যমান আছে, হাত জল ধরিতে সক্ষম এবং মুখ গণ্ডষ লইবার জন্য প্রস্তুত, কণ্ঠনালী গলাধঃকরণ করিতে ও উদর জল ধারণ করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু তথাপি তৃপ্তি নাই। অতএব আল্লাহ্‌তায়ালার 'রহীমিয়ত'ই তাঁহার সেই গুণ যাহা মানুষের ক্রিয়া-কর্ম্মকে ঠিক পথে চালাইয়া উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর ফল উৎপাদন করে।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে 'রহমান' ও 'রহীম' এই দুইটি গুণের মধ্যেই অন্যান্য যাবতীয় গুণ সন্নিবেশিত রহিয়াছে এবং এই দুইটি গুণ সমস্ত গুণরাশির উপর ব্যাপক। অতএব এই দুইটি গুণ সুরা 'ফাতেহার' সংক্ষিপ্ত সার, এবং সমস্ত কোরাণ শরীফেরই সংক্ষিপ্ত সার।

কোন বিষয় বুঝিতে হইলে এই দুইটা পন্থাই অবলম্বিত হইয়া থাকে—'সংক্ষিপ্তকে বিস্তৃত ও বিস্তৃতকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দাও, অতপর এই দুইটা বর্ণনাকেই মিলাইয়া দেখ।' অভিজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদ্‌ একদিকে সমস্ত পর্ব্বতরাজির তাৎপর্য্য বর্ণনা করিবে, অপরদিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা পাহাড় কিংবা ইহারই কোন একটা অংশ লইয়া বিশ্লেষণ করিবে। ফলতঃ প্রত্যেক বস্তুর দোষ গুণ জানিতে হইলে তাহাকে বড় করিয়া বিস্তারিত ভাবে দেখা এবং ছোট করিয়া একত্রীভূত ভাবে দেখার দরকার। বড় নক্সার মধ্যে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ হইবে এবং ছোট নক্সার মধ্যে একসঙ্গে সমস্তটা বস্তুর একত্রিভূত জ্ঞান লাভ হইবে এবং এই দুইটা প্রতিকৃতি মিলাইয়া দেখিলেই বাঞ্ছিত জ্ঞান লাভ হইবে কোরাণ শরিফও এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। প্রত্যেক সুরার প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহির-রহমানীর-রাহীম' রাখিয়া এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, যাহা কিছু শরিয়তের মধ্যে বিদ্যমান আছে তাহা 'রহ্‌মানিয়ত' ও 'রহীমিয়ত' এই দুই ঐশীগুণের অন্তর্ভুক্ত। অতএব কোন সুরার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে এমন কোন অর্থ শুদ্ধ হইবে না যাহা এই দুইটি ঐশী গুণের বিরোধী। যেমন ختم الله على قلوبهم এর অর্থ করিতে যাইয়া যদি কেহ এই মর্ম্মে উপনীত হয় যে আল্লাহ্‌তায়ালা বিনা কারণে কাহারও হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন তাহা ভুল হইবে। কারণ এই অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার 'রহ্‌মানিয়ত' গুণের বিরোধী।

তৃতীয় উত্তর এই যে শুধু এই দুইটি ঐশীগুণকে প্রত্যেক সুরার প্রথমে বর্ণনা করিয়া এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তুর আরম্ভ পুণ্য হইতে হইয়াছে এবং পাপের জন্য কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই বরং প্রত্যেক বস্তুকেই আল্লাহ্‌তায়ালা সৎ-উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালা যিনি সর্ব্বগুণাকর ও সর্ব্ব পূর্ণতার আধার তাঁহার প্রতি দোষারূপ হইত যে তিনি পাপকে কেন সৃষ্টি করিলেন। এই আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালার কোন তেজময় গুণের বর্ণনা না হওয়ার ইহাই রহস্য।

হাদিসের যৎকিঞ্চিৎ

(১)

عن ابی هریرة رض عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو وما تواضع احد لله الا رفعه الله — رواه مسلم

১। হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, দান করিলে ধনের কিছুই ক্ষয় হয় না, এবং ক্ষমা করিলে আল্লাহ্‌তায়ালা বান্দার **সম্মান বৃদ্ধি করেন,** অর্থাৎ অপরাধীকে ক্ষমা করিলে কাহারো সম্মানের হানি হয় না। যদি কেহ আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য বিনীত হয় আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে উন্নতি দান করেন। বিনীত হইলে, কেহ ছোট হয় না।"

(২)

عن ابی موسی رض قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا — رواه مسلم

হজরত আবু মুসা 'রাওয়ায়েত' করিয়াছেন যে হজরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "মোমেনগণের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধ প্রাচীরের ইটগুলির মত একে অন্যকে দৃঢ় করিয়া রাখে।"

(৩)

عن نعمان ابن بشیر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلمون کرجل واحد ان اشتکی عینه اشتکی کله وان اشتکی راسه اشتکی کله — رواه مسلم

হজরত নো'মান ইব্‌নে বশীর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "সমস্ত মোসলমানগণ একটি দেহের মত; যেমন দেহের কোন একটা অঙ্গ পীড়িত হইলে, সমস্ত দেহটাই পীড়া অনুভব করে; চক্ষু পীড়িত হইলে সমস্ত দেহটাই পীড়িত হয় এবং মস্তক পীড়িত হইলেও সমস্ত দেহটাই পীড়িত হয়, এই রকম একজন মোসলমানের কষ্টে সমস্ত মোসলমানগণ পীড়া বোধ করেন।

প্রকৃত 'শহীদ' কে *

মিঃ রউফদাদ খাঁ

যিনি ধর্ম্মের জন্য নিহত হন শুধু তিনিই প্রকৃত 'শহীদ' নন; পক্ষান্তরে যিনি সমস্ত পরীক্ষা ক্ষেত্রে এবং দুঃখ কষ্টে খোদা তায়ালার প্রতি অটল ও বিশ্বস্ত থাকেন এবং খোদাতায়ালাকে পাইবার পথে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন, তিনিও প্রকৃত 'শহীদ'। সরল ভাষায় 'শহীদ' শব্দের অর্থ সাক্ষী। সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেক-ই 'শহীদ' যাঁহাদের খোদাতায়ালার অস্তিত্বে এমন জীবন্ত ও নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, তাঁহাকে এবং তাঁহার মহীয়ান শক্তিকে স্পষ্টরূপে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। প্রকৃত 'শহীদের' চক্ষে খোদাতায়ালার অস্তিত্ব, এবং তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও যাবতীয় বিষয়ের অনুশাসন এবং তাঁহার গুণাবলী প্রতিমুহূর্ত্তেই দেদীপ্যমান থাকে।

আধ্যাত্মিক পথের পথিক যখন ঐ রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয় তখন তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার অন্বেষণে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে বিন্দু মাত্রও অসুবিধা বোধ করে না, বরং ইহাতে পরমানন্দ ও সুখ অনুভব করেন। খোদা-লাভে জীবন উৎসর্গ করার অর্থ ইহা নয় যে, তিনি সত্য সত্যই নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিবার সুযোগ অন্বেষণ করিবেন। ইহার অর্থ এই যে, নিজের স্বার্থ ও বাসনার চেয়ে খোদাতায়ালার ইচ্ছা ও সন্তোষকে অধিকতর পছন্দ করিতে হইবে, অর্থাৎ যখন নিজের বাসনা ও স্বার্থ খোদাতায়ালার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে অন্তরায় হয়, তখন স্বীয় বাসনা ও স্বার্থ পরিত্যাগ করা উচিত। প্রত্যেকেরই বিবেচনা করা উচিত যে তিনি পার্থিব জীবন সব চেয়ে অধিক ভালবাসেন, না পারলৌকিক জীবন; এবং ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে খোদাতায়ালাকে লাভ করিতে তিনি সকল প্রকার বিপদ বিপর্য্যয় অতিক্রম করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা।

'শহীদ' প্রফুল্লচিত্তে আল্লাহ্‌তায়ালার রাস্তায় সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন এবং আবশ্যক মত নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। ইহাই সেই আধ্যাত্মিক রাস্তা যে রাস্তায় পরিচালনা করা বর্ত্তমান যুগ-গুরু হজরত মসিহ্‌ মা-উদ (আঃ) এর উদ্দেশ্য।

---

* হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।

আহ্‌মদীয়তের জয়নাদ
ভ্রান্তবিশ্বাসের মূলোৎপাটন, ব্যবহারিক জীবনে আদর্শ হও *

আমি বহুবার বলিয়াছি আমাদের জামায়াত সাধারণ সঙ্ঘ সমূহের ন্যায় নহে। বর্ত্তমান নৈতিক জগতের নক্সার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করার উদ্দেশ্যেই এই জামায়াত সংস্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আজকাল ইস্‌লামের ধর্ম্মবিশ্বাস-সমূহ সম্বন্ধে তেমন আক্রমণ নাই। ইস্‌লামের শরীয়ত, বিধি-বিধান, রীতি-নীতি সম্বন্ধেই আজকাল আক্রমণ চলিতেছে। এই আক্রমণ অতি সূক্ষ্ম এবং ইহাতে প্রবৃত্তিকে আরামের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কাজেই এইরূপ আক্রমণের প্রতিরোধ সুকঠিন। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, যেস্থলে আহ্‌মদীয়ত লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস-সমূহে মহা-পরিবর্ত্তন আনয়ণ করিয়াছে, তথায় ব্যবহারিক জীবনে পরিবর্ত্তন সাধন খুবই অল্প। যখন হজরত মসিহ্‌ মউদ (আঃ) দাবী করেন, তখন প্রায় সমস্ত মোসলমানের এই ধারণাও বিশ্বাস ছিল যে, হজরত ইসা (আঃ) আস্‌মানে জীবিত আছেন এবং তিনি পুনরায় আগমন করিবেন। যদিও এই বিশ্বাস যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের সম্পূর্ণ বিরোধী; যদিও মানব প্রকৃতি এই বিশ্বাস অনুমোদন করিতে পারে না, তথাপি জগৎ ইহাকে এমনভাবে গ্রহণ করিয়াছিল যে, এই একটি মাত্র বিষয়ের দরুণ হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সমগ্র ভারতে নহে, বরং ভারতের বাহিরেও কোলাহল উপস্থিত হইয়াছিল। মোসলমানগণ হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) এই ঘোষণায় অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের নিকট জগতের সুপ্রমাণিত সত্যগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবধারিত সত্যই ছিল হজরত ইসার (আঃ) জীবন ও আস্‌মানে আরোহন। প্রকৃতিবাদী মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া সমস্ত মোসলমানই—নব্য শিক্ষিত, কি প্রাচীন শিক্ষিত; ধনী, কি দরিদ্র; পীর, কি মৌলবী; ব্যবসায়ী, কি অব্যবসায়ী, সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল যে, এমন স্থূল বিষয় এ ব্যক্তি কিরূপে অস্বীকার করিতেছেন!

ভারতময় অগ্নিবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। ওলেমাগণ ইহার বিরুদ্ধে পুস্তক লিখিতে বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ইসান বীর (আঃ) জীবনবাদ প্রমাণ করিতে তাঁহারা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। ফলে কি হইল? প্রত্যহই তাঁহাদের ভক্তগণ হইতে কতিপয় ব্যক্তি আহ্‌মদী না হইলেও হজরত ইসার (আঃ) জীবনবাদ অস্বীকার করিতে লাগিলেন। আজ সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলে, শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে শতকরা দশজনও হজরত ইসার (আঃ) জীবনবাদ বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা এখন আহ্‌মদী হন নাই, কিন্তু তাঁহারা হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু স্বীকার করেন। এমন কি, আমাদের জামায়াতের একজন ঘোর শত্রু হজরত ইসার (আঃ) জীবনবাদ ও পুনরাগমনবাদকে অগ্নি-উপাসক জরোস্তীয়গণের মতবাদ বলিয়া মনে করেন। তিনি আমাদের জামায়াতের বিরুদ্ধাচরণ করেন, কিন্তু হজরত ইসার (আঃ) জীবনবাদ তিনিও স্বীকার করেন না। ইহা কেবল তাঁহারই বিশেষত্ব নহে। ইংরাজী শিক্ষিত অধিকাংশ ব্যক্তিগণ হজরত ইসার (আঃ) জীবনবাদ বিশ্বাস করেন না। এমন কি মৌলবিগণের মধ্যেও অনেকে তাহার জীবনবাদে প্রত্যয় রাখেন না। সাধারণতঃ, মোসলমানগণের সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিলে, তাহারা বলিয়া থাকেন, 'ইহাতে কি আসে যায়? ইহা বাদ দেওয়া যাক্!" ইহাতে বুঝা যায় যে, সকলেরই বিবেক হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু স্বীকার করিতে চলিয়াছে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন তখনকার অবস্থা, আর এখনকার অবস্থার মধ্যে কত পরিবর্ত্তন!

প্রত্যেক দেশেই নবী

সেইরূপ, হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) যখন ঘোষণা করিলেন যে, আল্লাহ্-তায়ালা' প্রত্যেক দেশেই তাঁহার নবিগণকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন জগতময় বিরোধাগ্নী প্রজ্জ্বলিত হইল এবং লোকে বলিল, "দেখ তিনি কাফেরগণকে নবী সপ্রমাণ করিতেছেন।" এই মত সম্বন্ধে এত হাসি ঠাট্টা করা হইল যে, তাহা শ্রবণ করাও অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু, বর্ত্তমানে ঘোরতর বিরোধী পত্রিকা দিবারাত্রি আমাদের বিরুদ্ধে লিখা সত্ত্বেও এমত স্বীকার করিয়া নিয়াছে এবং এ বিষয়ের সমর্থনে প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এখন তাহারা স্বীকার করিতেছে যে, ইস্‌লাম পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের সত্যতা ঘোষণা

* হজরত আমীরুল মোমেনীন্ খলিফাতুল্ মসিহের ২২শে (আইঃ) মে, ১৯৩৬, তারিখের প্রদত্ত খোৎবার সার। অনুবাদক—মৌলবী মোহম্মদ আলী আন্‌ওয়ার সাহেব।

করে। অন্য কথায়, কোন কালে এই মত ভ্রান্ত ও অলীক বলিয়া মনে করা হইত, এখন আহ্‌মদীয়তের প্রচারের ফলে ইহা যেন নির্ব্বিরোধীয় মতে পরিণত হইয়াছে এবং সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আহ্‌মদীয়তের এই শিক্ষাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

কোরাণ শরীফ কামেল কিতাব

হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) দাবীর প্রারম্ভে, যখন কোরাণ শরীফকে 'কামেল' বা পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং বলা হইল যে, কোরাণ শরীফের কোন আয়েতই 'মন্‌সুখ্‌' (রহিত) নয়, তখন তথা কথিত ওলেমাগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন এমন প্রতীত হইতেছিল যে, কোরাণ শরীফের কোন কোন আয়েত 'মন্‌সুখ্‌' হওয়াই তাহাদের নিকট ইস্‌লামের জীবন। হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) প্রদত্ত এই মতটিকেও 'এল্‌হাদ' ও 'জিন্দিক্‌' মতবাদ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইল, এবং আমাদের এই মতকে আশ্চর্য্যজনক মনে করা হইত। যিনি ইহা পোষণ করিতেন, তাঁহার সম্বন্ধে মনে করা হইত যে, তিনি খোদাতা'আলা'র বিরুদ্ধতা করিতেছেন। তখন মনে করা হইত যে, কোরাণ শরীফের কোন কোন আয়েতকে 'মন্‌সুখ' (রহিত) বলিয়া ধারণা করা না হইলে ইস্‌লামের জয় হইতে পারে না; কিন্তু আজ কোন আলেম বা ইস্‌লামের প্রচারক, যে কোন সাধারণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কোরাণ শরীফের সমস্ত আয়েত দ্বারা বক্তব্য বিষয় প্রমাণ করিতে চাহিবেন এবং 'মন্‌সুখ্‌' মুখে ও আনিবেন না। নব্য লিখিত তফ্‌সিরগুলি দেখ, তৎসমুদয় হইতে 'নাসেখ্‌ মন্‌সুখ' শব্দগুলি একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। অন্য কথায়, এসম্বন্ধে জগতের অভিমত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে।

নবিগণের নিষ্পাপ হওয়া

তৎপর, হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) আবির্ভাবকালে সাধারণ মোসলমানগণের এই ধারনা ছিল যে, নবিগণও গোনাহ্‌গার বা পাপী হইতে পারেন। মৌলবী সাহেবান নবিগণের দোষ গণনায় গৌরব অনুভব করিতেন। তাহারা অত্যন্ত আমোদের সহিত স্ব স্ব মজ্‌লিসে নবিগণের দোষ কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহাদের ঐ বৈঠকগুলি দেখিবার জিনিষ ছিল। কতই কৌতূহলচ্ছলে, কতই বাহ্‌বার সহিত তাঁহারা হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) মিথ্যা গণনা করিতেন, হজরত ইউসুফের (আঃ) চুরি বর্ণনা করিতেন, হজরত মুসাকে (আঃ) ঘাতক সপ্রমান করিতেন। ইহাতে তাহারা কোন প্রকার লজ্জানুভব করার পরিবর্ত্তে আনন্দ অনুভব করিতেন; কিন্তু হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) এই ঘোষণা করেন যে, 'আল্লাহ্‌তা'আ'লার নবিগণ সম্পূর্ণ 'মাসুম', নিষ্পাপ। জগৎ তাঁহার এই উক্তি এক প্রকার আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে করিল কিন্তু, আজ মোসলমানগণের মধ্যে ঐরূপ ব্যক্তি কে আছেন, যিনি দাঁড়াইয়া একথা বলিতে পারেন যে, নবিগণ অমুক অমুক পাপ (গোনাহ) করিয়াছেন। ঐ মোসলমানগণই যাহারা ঐরূপ 'ওয়াজ' শুনিয়া বাহ্‌বা করিতেন এবং আনন্দ অনুভব করিতেন, আজ তাহারা কাহাকেও নবিগণকে ঐরূপ দোষারূপ করিতে শুনিলে পাদুকা দ্বারা মস্তক চূর্ণ করিতে উঠিবেন।

ইসলামের শিক্ষার যুক্তিযুক্ততা

ইস্‌লামের শিক্ষা যুক্তিযুক্ত হইবার বিষয়ও তদ্রূপ ছিল। জগতের সম্মুখে তাহা আশ্চর্য্যজনক ছিল। সাধারনতঃ, মোসলমানগণ মনে করিতেন যে, আল্লাহ্‌তা'আ'লার হুকুম মান্য করিতে হইবে। ইহাতে প্রমাণের কি আছে?' যখন হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) এই দাবী ঘোষণা করিলেন যে, কোরাণ শরীফের প্রত্যেক হুকুমের যুক্তি কোরাণ শরীফেই বর্ণিত আছে, এবং ইহার প্রত্যেক আদেশ-নিষেধে কোন না কোন 'হেকমত' বা বিজ্ঞতাপূর্ণ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তখন যদিও এই বিষয় সম্বন্ধে মোসলমানদের পক্ষ হইতে কোন বিরোধ উপস্থিত করা হয় নাই, তবুও তাহাদের চক্ষে ইহা আশ্চর্য্যজনক ছিল। তখন মোসলমাণগণ ইহাকে একজন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ব্যক্তির মস্তিষ্কের উৎকর্ষতার ফল স্বরূপ মনে করিত। হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) যে পুস্তকে এই বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছিল, আজ তাহার টাইটল পেজ বিচ্ছিন্ন করিয়া লোকে নিজের নামে প্রকাশ করিতেছে। আমি লাহোরে দেখিয়াছি এক ব্যক্তি হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) পুস্তক "ইস্‌লামী অসুল্‌কী ফিলসফী" যাহার ইংরেজী নাম Teachings of Islam নিজের নামে প্রকাশ করিয়াছে। সে এইমাত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছে, যে, যেখানে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) এল্‌হাম সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া তিনি যে এ বিষয়ে স্বয়ং অভিজ্ঞ বলিয়া

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এবং তদ্রূপ সমস্ত বাক্যগুলি পরিহার করিয়াছে; কারণ সে ঐ দাবী করিতে পারে না। এই ভাবে তিনি উক্ত পুস্তক নিজ নামে প্রকাশ করিয়াছে। কোথায় ঐ অবস্থা, যখন এসমস্ত বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা হইত এবং কোথায় এই মহিমা যে, হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) পুস্তক চুরি করিয়া নিজ নামে প্রকাশ করা হইতেছে।

কোরাণ শরীফের 'তরতিব' (সুশৃঙ্খলতা)

কোরাণ শরীফের আয়েত সমূহের অন্নয় সম্বন্ধে দাবীও মোসলমানগণের নিকট সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও নির্ব্বুদ্ধিতাপূর্ণ দাবী ছিল। যখন হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) ঘোষণা করিলেন যে, কোরাণ শরীফের সমস্ত বাক্য এবং ঐ বাক্য সমূহের প্রত্যেক শব্দেরই পরস্পর যোগ আছে এবং ঐ যোগ উপেক্ষা করিলে কোরাণ শরীফের সৌন্দর্য্য বিহীন হয়, তখন মোসলমানগণ তাঁহার এইরূপ উক্তিতে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাহারা মনে করিলেন যে, ইহা এমন একটি দাবী, যাহা অবিকৃত মানববুদ্ধি কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। তাহাদের তফ্‌সিরগুলি "তক্‌দিম তাখির" আলোচনায় পূর্ণ ছিল। যেখানেই তাহারা কোরাণ শরীফের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, সেখানেই বলিতেন যে ঐ আয়েতের (বাক্যের) অর্থ ভুলক্রমে অগ্র-পশ্চাৎ হইয়াছে। 'ভুলক্রম' শব্দ আমি নিজ হইতে ব্যবহার করিয়াছি। কারণ, শব্দ বিন্যাসে অগ্র-পশ্চাৎ ভ্রম বশতই হইয়া থাকে। নতুবা বিজ্ঞতার সহকারে পদ বিন্যাস হইলে, তৎসম্বন্ধে অগ্র-পশ্চাৎ হওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

সুতরাং তাহারা মনে করিতেন যে, খোদাতায়ালাও কোন সময় তাড়াতাড়ি বশতঃ ভ্রম করেন, "নাওজু-বিল্লাহ্‌", * অর্থাৎ যে শব্দ পরে ব্যবহার করা উচিত ছিল, তাহা প্রথমে ব্যবহার করেন; এবং যে সকল শব্দ প্রথমে ব্যবহার করা উচিত ছিল, তাহা পরে ব্যবহার করেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, তাহারা নিম্নলিখিত আয়েত উল্লেখ করিত এবং বলিত যে খোদাতায়ালা এখানে ভ্রম করিয়াছিল ঃ—

يا عيسى انى متوفيك و رافعك الى

তাহাদের ভ্রান্ত খেয়াল অনুসারে উক্ত বাক্যে সর্ব্বপ্রথম 'রাফেউকা' শব্দ বলা দরকার ছিল এবং 'মোতাওয়াফ্‌ফিকা' শব্দ পরে বলা উচিত ছিল। মোসলমামগণের সম্মুখে আহ্‌মদিগণ উল্লিখিত আয়েতই উপস্থিত করে এবং বলা হইয়া থাকে যে এই আয়েতে হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যুর কথা প্রথম বলা হইয়াছে এবং 'রাফা' অর্থাৎ উত্তোলনের কথা পরে বলা হইয়াছে। ইহাতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইসা (আঃ) প্রথমতঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পরে তাঁহাকে আল্লাহ্‌র দিকে উত্তোলন করা হইয়াছে; কিন্তু বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে হজরত ইসাকে (আঃ) আল্লাহ্‌তাআলার নিকট উত্তোলন করা হইয়াছে যদিও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

আমাদের এই যুক্তি শ্রবণে সমস্ত মৌলানা সাহেবান ইহা একান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তির উক্তি স্বরূপ মনে করিয়া বলেন যে এই আয়াতে 'তকদিম ও তাখীর' (অগ্র পশ্চাৎ) হইয়াছে; অর্থাৎ যে শব্দ প্রথম ব্যবহার করা দরকার ছিল তাহা আল্লাহ্‌তায়ালা পরে ব্যবহার করিয়াছেন এবং যে শব্দ পরে ব্যবহার করা আবশ্যক ছিল তাহা পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু কেহ বলেন না যে তিনি কেন পরবর্ত্তী শব্দ পূর্ব্বে ও পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দ পরে ব্যবহার, করিবেন ? আল্লাহ্‌তাআলার কি মুস্কিল ঘটিয়াছিল যে, তাঁহাকে শব্দের অগ্র পশ্চাৎ করিতে হইয়াছিল? যদি তদ্রূপ কোন প্রকার হেকমত অন্তর্নিহিত থাকে, তবে তাহা বলা আবশ্যক, কিন্তু অকারণ শব্দের অগ্র পশ্চাৎ করা হয়ত তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থতা বশতঃ, অথবা শব্দ না বুঝিবার দরুণ সম্ভবপর, অথবা তাড়াতাড়ী বশতঃ কোন কোন সময় এমন হয় যে, মানুষ এক কথা বলিতে অন্য কথা বলিয়া ফেলে। আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষে কি এরূপ হওয়া কখনও সম্ভবপর যে বলা দরকার ছিল "রাফেওকা" কিন্তু বলিয়া ফেলিলেন 'মোতাওফ্‌ফীকা।

হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) প্রভাব

বস্তুতঃ, হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) দাবী-কালিন মোসলমানদের অবস্থা শোচনীয় ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান মোসলমান লিখকগণের রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিলে দেখা যায়, এখন হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারা তাহারই পুনরুক্তি করিতেছেন অর্থাৎ কোরাণ শরীফের শব্দ গুলিতে সামঞ্জস্য আছে। তাহারা হয়ত ঐক্য দেখাইতে পারিবেন না। আয়েতগুলির আলোচনা করিতে যাইয়া এখনও তাঁহারা

* অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।

বিপদ গণনা করিবেন; কিন্তু তাহারা একথা স্বীকার করিতেছেন যে কোরাণ শরীফের আয়েত ও শব্দ গুলির মধ্যে পরস্পর সমঞ্জস্য আছে। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের বড় বড় ওলেমাগণ লিখিয়াছেন যে, কোরাণ করিমের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই এবং কোন সামঞ্জস্য থাকিলে তাহা অতি সামান্য বিষয়। যাহাহউক, আকায়েদ বা ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) দুনিয়ার সম্মুখে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তৎকালে সে সম্বন্ধে অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং মোসলমানগণ মনে করিতেছিলেন যে ইস্‌লামের মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে, কিন্তু যতই আহ্‌মদীয়া জামায়াতের পক্ষ হইতে এই মতগুলি প্রচার করা হইল, ঐ আকিদা সমূহের যৌক্তিকতা, সত্যতা ও প্রবাল্য লোকের হৃদয়ে অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মোসলমানগণের অন্তঃকরণ এই সত্যগুলি স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। যে সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস তাহাদের ছিল এবং যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ তাহারা হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) বিরুদ্ধে ভীষণ উত্তেজনা ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিল, ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। এমন কি, যে সমস্ত শিক্ষার দরুণ হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) প্রতি কোফরের 'ফতোয়া' প্রদত্ত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে স্বয়ং আলেমগণ তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

ব্যবহারিক জীবন

পক্ষান্তরে যখন আমরা 'আমলের' (কর্ম্মজীবনের) প্রতি লক্ষ্য করি, তখন দেখিতে পাই যে, **ব্যবহারিক জীবন** সম্বন্ধে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) যে শিক্ষা আছে, তাহা অন্যের কথা-ত সতন্ত্র আমাদের জামায়তেও এখন পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্থলে, হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) উত্তরাধিকার (Inhertance) সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষ জোর দিয়াছেন। ছেলে মেয়ে সকলেই উত্তরাধিকারী হইবে; কিন্তু যেস্থলে ইসা মসিহের মৃত্যুবাদ, কোরাণ শরীফের সুশৃঙ্খলতা, নবিগণের নিষ্পাপ হওয়া প্রভৃতি ভূরি ভূরি বিষয় শত্রুগণও গ্রহণ করিয়াছে, তদস্থলে **ব্যবহারিক জীবন** সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি আপন ব্যক্তিগণও সম্যক গ্রহণ করে নাই। জমিদার বা কৃষকগণের মধ্যে এ বিষয়ে বিশেষ উদাসীনতা দেখা যায়। তাহারাই অধিকাংশ স্থলে ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে বাধা জন্মাইয়াছে। তাহারা-ত ছেলে দিগকে ওয়ারিশী দিবে, কিন্তু মেয়েদিগকে দিতে প্রস্তুত নহে। তদনুরূপ ধনী-দরিদ্র মধ্যে পরস্পর প্রীতি, মিলন, একতা ও একনিষ্ঠ ভাব সম্বন্ধে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) যে শিক্ষাদান করিয়াছেন, তাহা কত জন লোক কার্য্যে পরিণত করিয়াছে?

'তাহ্‌রিকে' জদীদ

আজকাল 'তাহ্‌রীকে' জদীদের' অধীন খাওয়া পরা সম্বন্ধে ধনী ব্যক্তিগণ কোন কোন সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই যে সতর্কতা, ইহা কি হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন তদনুরূপ করা হইতেছে, না ইহা কোন বিশেষ রূপ ধারণ করিয়াছে। যদি মানুষ প্রকৃত অনুপ্রেরণা লইয়া প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, প্রকৃত আন্তরিকতা বা 'রুহ' সহকারে কাজ করে, তবে সে যে কোন আদেশ পালন করিতে তৎপর হইলে উহার সকল 'দিকের' প্রতি লক্ষ্য করিবে এবং স্থূল হইতে সূক্ষতর বিষয়গুলির পালনও স্বীয় কর্ত্তব্য মনে করিবে; কিন্তু যদি কেবল মাত্র আদেশ পালন-ই উদ্দেশ্য হয়, তবে মানুষ ঐ আদেশের 'শব্দগুলি' পর্য্যন্ত নিজেকে আবদ্ধ রাখিবে। উদ্দেশ্যের তারতম্য বশতঃ কাজেও তারতম্য ঘটে। যাহারা 'আদেশের' প্রতীক্ষা করে, তাহারা কেবল শব্দ গণণা করে এবং শব্দগুলি কি দেখে। যাহারা 'আন্তরিকতা' সহকারে কাজ করে, তাহারা সর্ব্ব দিক বিবেচনা করে এবং প্রত্যেক আদেশের যত অর্থ হইতে পারে লক্ষ্য রাখে।

পাশ্চাত্যানুকরণ

পাশ্চাত্য অনুকরণের বিরুদ্ধে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) অনেক উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু কতজন আহ্‌মদী তাহা কার্য্যতঃ পালন করেন? শাব্দিক ত্যাগ বা কোরবানীর দাবী অনেকেই করেন, কিন্তু কার্য্যের দিক দিয়া ঐ শিক্ষা সমূহের মর্য্যাদা রক্ষা এবং 'আমল' দ্বারা প্রমাণ করিতে খুব কম জনকেই দেখা যায়। অথচ যে পর্য্যন্ত আমরা এবিষয়ে কৃতকার্য্য না হই জগতের সম্মুখে দেদীপ্যমান ফল উপস্থিত করিতে পারিব না। প্রকাশ্য ফল আমরা তখনই উপস্থিত করিতে পারিব যখন **ব্যবহারিক জীবনেও** আমরা তের শত বৎসরের পূর্ব্বেকার যুগ-প্রবাহের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাদের **আকৃতি প্রকৃতি** দ্বারা মোহাম্মদ (সাঃ, আঃ) এর সাহাবা-গণের যুগ জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিব, এবং আমাদিগকে দেখিবা মাত্র সেই যুগ উজ্জলভাবে প্রকাশিত হইবে। যখন আমরা ঐ পথ অবলম্বন করিব যাহা সাহাবাগণ অবলম্বন করিয়া ছিলেন, যখন আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইব, যখন আমরা অসত্য ও প্রবঞ্চনাদি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইব, যখন যুদ্ধ

বিগ্রহাদির আগ্রহকে সম্পূর্ণরূপে লোপ সাধন করিতে পারিব, যখন উন্নত নৈতিক চরিত্র লাভ আমাদের জীবনের ব্রত হইবে, যখন আল্লাহ্-তা'আ'লার প্রেম ও মহব্বত প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জীবন বর্ত্তিকা স্বরূপ থাকিবে—তখন, শুধু তখনই আমরা জগতে মহা-পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারিব এবং তখনই লোকে আমাদের **ব্যবহারিক জীবনের** অনুকরণ আরম্ভ করিবে।

বর্ত্তমান অবস্থা এই যে তাহারা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দিক দিয়া আমাদের অনুকরণ করিতেছে এবং 'আমলের' দিক দিয়া, কার্য্যতঃ আমরা তাহাদের অনুকরণ করিতেছি। অথচ 'ওয়াজ নসিহত' হিসাবে কোন প্রকার ত্রুটী হয় নাই। আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে কোন খোৎবা পাঠ, কোন প্রবন্ধ রচনা বা কোন বই পুস্তক লিখা হয় নাই এমন সম্ভবনা খুবই অল্প, বরং নাই; কিন্তু খুবই অল্প সম্ভবনা এই যে, জামায়াত, জামায়াত হিসাবে কোন একটি বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

জামায়াতের সহিত নামাজ

সর্ব্ব প্রথম বিষয়ই জামায়াতের সহিত নামাজ পড়া। এখন পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাই যে, জামায়াতে নামাজ পড়া পূর্ণ-নিয়মানুবর্ত্তিতা সহকারে পালন করা হয় না। ইস্‌লামের সর্ব্ব প্রধান বিধানই নামাজ। কারণ ইস্‌লাম নামাজকে খোদাতা'আ'লার সহিত 'বাক্যালাপ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে রসুলে করিম (দঃ) বলিতেন, "নামাজ মোমেনের 'মে-রাজ'।" ইহার অর্থ এই যে, মোমেন নামাজের অবস্থায় আপন সৃজন কর্ত্তার সহিত কথাবার্ত্তা বলে। যখন আমাদের মধ্যে কতিপয় লোক আপন খোদার সঙ্গে কথা বলিবার জন্যও প্রস্তুত নয়, তখন তাহারা তাঁহার উদ্দেশ্যে কি 'কোরবানী' বা ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে?

মস্‌জিদে জামায়াতের সহিত নামাজ পড়ে না এমন ব্যক্তিগণ কেবল সাধারণ লোকই নহে, বরং তন্মধ্যে এমন লোকেরাও আছে, যাহাদিগকে জামায়াত 'সম্মানের' চক্ষে দেখে বা যাহাদের 'প্রতিপত্তি' আছে বলিয়া মনে করা হয়। জামায়াত কোন পদে স্থাপন করিলে কি আসে যায়? প্রকৃত পদ হইতেছে তাহা, যাহা খোদাতা'আ'লা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। যাহারা মসজিদে জামায়াতের সহিত নামাজ পড়ে না, এমন ব্যক্তিদিগকে রসুলে মকবুল (দঃ) 'মোনাফেক' (কপট) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি তোমরা সকলে এক বাক্যে তাহাকে নেতৃত্ব পদ বা রাজ পদেও বরণ কর, তথাপি ইহাতে তাহার কি লাভ হইবে? রসুলে করিমের (দঃ) বাক্যানুযায়ী সে 'মোনাফেক'। তাহার ঐ অবস্থাই হইবে, যাহা রসুলে করিম (দঃ) বলিয়াছেন। অর্থাৎ কোন 'মোনাফেক' মরিলে পর, যখন মেয়েলোকেরা শোক-ভরে এই বলিয়া গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকে যে, সে একজন মহাবীর ছিল, বিশ্বের জন্য মঙ্গল ছিল ইত্যাদি, তখন ফেরেস্তাগণ তাহাকে পাদুকাঘাত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন যে, বাস্তবিকই কি সে তদ্রূপ ছিল? আবার, যখন তাহারা বীরত্বের গুণ গান করিতে করিতে তাহাকে ব্যাঘ্রের সহিত তুলনা করে, তখন ফেরেস্তাগণ আবার তাহাকে পাদুকাঘাত করে এবং জিজ্ঞাসা করে যে, বাস্তবিকই সে তদ্রূপ ছিল কি না, কিম্বা তাহার ন্যায় ভীরু আর কেহও ছিল কি না।

যাহারা জামায়াতের সহিত নামাজ পড়ে না তাহাদিগকে কয়েকজন মিলিয়া বুঝাইতে হইবে। সংশোধন না হইলে রিপোর্ট করিতে হইবে। প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারিগণ তাহা করিবেন। এইরূপ না করিলে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া নূতন সেক্রেটারী নিযুক্ত করিতে হইবে।

জামায়াতের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী

আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী করিবার জন্য পার্থিব অবস্থাদির প্রতি লক্ষ্য করা কোন সর্ত্ত নয়। যে কোরবানী করে, সেই সম্মানিত। যাহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ধর্ম্মের জন্য দরদ থাকে, সে সম্মানিত। যদি রসুলে করীম (দঃ) লেখা পড়া না জানিয়াও জগদ্-গুরু হইতে পারেন, তবে কোন হেতু থাকিতে পারে না যে, তাঁহার শিষ্যগণ লেখা পড়া না জানিয়াও পৃথিবীতে সুমহান কাজ দেখাইতে পারিবেন না। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট্ বা সেক্রেটারী লেখা পড়া জানা লোককেই করিতে হইবে, ইহার কোন প্রয়োজন নাই। যদি কোন "মোত্তাকী" (ধর্ম্মপরায়ণ) লেখা পড়া নাও জানেন, তবে তাহাকেই প্রেসিডেণ্ট করিতে হইবে। তারপর, ইহারও প্রয়োজন নাই যে। মাসিক দুই চারি শত টাকা যাহার আমদানী, তাহাকে প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করিতে হইবে, নিঃসন্দেহে তোমরা কাজের লোককে প্রেসিডেণ্ট্ কর, তাঁহার মাসিক আয় ৫৲ টাকাই হওক না কেন, বা সে কাঙ্গালই হোক না কেন।

স্মরণ রাখিও, পার্থিব ধন, সম্পত্তির দরুণ যে সম্মান, তাহা কোন সম্মানই নয়। যদি ধন, সম্পত্তিই সম্মানের কারণ হইত, তবে হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) 'জিল্লি নবুওত' প্রাপ্ত হইতেন না। তিনি একজন সাধারণ গ্রামবাসী ছিলেন। রথশিল্ড, রকফেলার বা ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোন ধনবান ব্যক্তি এই পদ লাভ করিতেন, কিন্তু আল্লাহতা'আ'লা তাহাদিগকে নির্ব্বাচন করেন নাই। আল্লাহতা'আ'লা যাবতীয় দেশ সমূহের মধ্যে ভারতবর্ষকে মনোনীত করিয়াছেন, অথচ অন্যান্য দেশের উন্নতির তুলনায় ভারতবর্ষ অনেক পশ্চাতে। তারপর ভারতবর্ষে পাঞ্জাব প্রদেশকে তিনি নির্ব্বাচিত করেন, অথচ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পাঞ্জাব খুব পশ্চাতে ছিল। তারপর, পাঞ্জাবের মধ্যে গুরুদাশপুর জিলাকে আল্লাহতা'আ'লা মনোনীত করেন। এ প্রদেশে ইহাকেই সবচেয়ে খারাপ জিলা ধরা হইত। তারপর আবার, গুরুদাশপুর জিলার কাদিয়ান গ্রামটিকে মনোনীত করা হয়। ইহা সব গ্রামের মধ্যে একটি নগণ্য গ্রাম ছিল। কাদিয়ান গ্রামে আল্লাহতায়ালা যাঁহাকে মনোনীত করিলেন, তিনি পরিবারের মধ্যেও খ্যাত ছিলেন না। তোমরাও খোদাতা'আ'লার 'নির্ব্বাচন পদ্ধতি' স্মরণ রাখিবে, খোদা কোন কারণ বশতঃ নির্ব্বাচন করেন। কাহারও ভুড়ি দেখিয়া, কাহারও অর্থ-বৈভবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বা কাহাকেও বহু কথা বলিতে পারে দেখিয়া তোমরা প্রেসিডেন্ট্ বা সেক্রেটারী নির্ব্বাচন করিবে না। তোমরা তাহাদিগকে প্রেসিডেন্ট্ ও সেক্রেটারী মনোনীত কর, যাহারা প্রকৃত পক্ষে সেল্‌সেলার দরদ রাখে এবং ইস্‌লামের জন্য যাহাদের হৃদয় সর্ব্বদা সন্তপ্ত। এমন ব্যক্তিরা কাজও করিবে এবং আল্লাহতা'আ'লার 'রেজা' ও সন্তুষ্টি লাভ করিবে।

সংস্কারের উপায়

বস্তুতঃ, **ব্যবহারিক জীবনে** আমাদের অনেক দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, আমরা সংস্কারের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করি এবং দেখি যে, আমাদের পথে কি বাধা রহিয়াছে। জামায়াতের নিষ্ঠাবান্ বন্ধুগণ এ বিষয়ে চিন্তা করিবেন।

ধর্ম্ম-বিশ্বাস সংক্রান্ত যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা কত মহান। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয়কে লোকে 'কুফর' জ্ঞান করিত, আজ হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ), শিক্ষানুযায়ী তাহারা ঐ সমুদয় বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। এখন ভাবিয়া দেখ, হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) **ব্যবহারিক জীবন** সম্বন্ধে যে শিক্ষা দান করিয়াছেন, তাহা এরূপ কার্য্যকরী না হওয়ার কারণ কি? যে মস্তিষ্কে একটি বিষয় অবতীর্ণ হইয়াছিল, ঐ মস্তিষ্কেই অপর বিষয়টিও অবতীর্ণ হইয়াছে। তথাপি 'আমল' দুর্ব্বল হওয়ার কারণ কি? চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ত্রুটী আমাদেরই। সেই ত্রুটী কি? উহার প্রতিকারের উপায় কি? চিন্তা কর, উপায় উদ্ভাবন কর, আমি, ইন্‌শাল্লাহ্, আমার কথা পরে বলিব। আমি আশা করি 'মোখ্‌লেস' ভ্রাতাগন আমার সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন, যাহাতে আমাদের জামায়াতের উপর যে আপত্তি হইতে পারে তাহা আমরা দূর করিতে পারি। আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ইহা দূরের কথা নয়। যথার্থভাবে আমরা কোন কোন উপায় অবলম্বন করিলে, আমরা এ বিভাগেও ঐরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিব, যদ্রূপ 'আকায়েদের' দিক দিয়া লাভ করিয়াছি।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের জন্য আনন্দের সময় তখনই হইবে, যখন আমাদের 'আকিদা' ও 'আমল' (**ধর্ম্মবিশ্বাস ও ব্যবহারিক জীবন**) উভয়ই ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়তের শিক্ষানুযায়ী হইবে; কারণ, বিশ্বাস কর্ম্ম ছাড়া কিছু নয় এবং কর্ম্ম বিশ্বাস ব্যতিরেকে কিছুই নয়।

দোয়া

আমি আল্লাহ্‌তা'আ'লার নিকট দোয়া করিতেছি, তিনি আমাকে এবং আপনাদিগকে 'তৌ'ফিক' দিন, যেন আমরা ঐ সকল ত্রুটী বুঝিতে পারি, যাহার দরণ এখন পর্য্যন্ত পূর্ণ সাফল্য লাভ হয় নাই। তিনি আমাদিগকে ঐ সমস্ত উপায়, স্বীয় অনুগ্রহক্রমে, আমাদিগকে বুঝিতে দিন, যাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া আমরা সফলতা লাভ করিতে পারি। তিনি আমাদিগকে এমন 'মোখ্‌লেস্' বান্দাগণ দিন, যাহাদের, অন্তঃকরণ সর্ব্বপ্রকার ঈর্ষা, প্রতিহিংসা এবং কপটতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং তাহারা ঐ উপায়গুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন এবং ঐরূপ দিন আনয়নের জন্য চেষ্টা করেন, যখন মোমেনের 'জান্নাত' (স্বর্গ) তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে, অর্থাৎ 'বিশ্বাস' ও 'কর্ম্ম', 'আকিদা' ও 'আমল', উভয়েই খোদাতা'আ'লার আদেশের অধীন হইয়া যায়।

হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) এর অমৃতবাণী

(১)

কার্পণ্য ও ঈমান

—মনে করিও না যে কিছু অর্থ দান করিয়া বা অন্য কোন প্রকারের কোন 'খেদ্‌মত' করিয়া তোমরা খোদাতায়ালা ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের উপর কোন 'এহ্‌সান্' (অনুগ্রহ) করিলে, বরং তাঁহারই অনুগ্রহ যে তিনি তোমাদিগকে এই 'খেদমতের' সুযোগ দিয়াছেন। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে তোমরা সকলেই যদি আমাকে ত্যাগ কর এবং 'খেদ্‌মত' ও সাহায্য করিতে অবহেলা কর তবে তিনি অপর এক জাতি সৃষ্টি করিয়া দিবেন যাহারা তাঁহার 'খেদ্‌মত' করিবেন। তোমরা নিশ্চয় জানিও যে এই কার্য্য স্বর্গ হইতে সাধিত হইতেছে এবং তোমাদের 'খেদ্‌মত' কেবল তোমাদের নিজের মঙ্গলের জন্য ; সুতরাং এরূপ যেন না হয় যে তোমরা মনে মনে অহঙ্কার কর কিম্বা এই ভাব হৃদয়ে পোষণ কর যে তোমরা আর্থিক 'খেদ্‌মত' বা অন্য কোন প্রকারের 'খেদ্‌মত' করিতেছ। আমি তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে তোমাদের খেদ্‌মতের জন্য খোদাতায়ালার বিন্দু মাত্রও প্রয়োজন নাই। হাঁ, ইহা তাঁহার অনুগ্রহ যে তিনি তোমাদিগকে 'খেদ্‌মতের' সুযোগ দান করেন। অল্পদিন হইল গুরুদাস পুরে আমার প্রতি এই 'এল্‌হাম্' (ঐশীবাণী) হয় যে,

لا الٰه الا انا فاتخذنی وکیلا

অর্থাৎ 'আমিই সকল কার্য্যের সাধক, কাজেই তুমি আমাকেই উকীল অর্থাৎ সাধক জ্ঞান কর, এবং তোমার কার্য্যে অন্য কাহারো কোন দখল আছে বলিয়া মনে করিও না। যখন এই 'এল্‌হাম্' হয় তখন আমার হৃদয়ে এক কম্পন উপস্থিত হয়, এবং তখন আমার মনে হয় যে আমার জামায়াত এখনো এরূপ যোগ্য হয় নাই যে খোদাতায়ালা ইহাকে তাঁহার বিশিষ্ট জামায়াত বলিয়া গণ্য করিতে পারেন। আমার ইহা অপেক্ষা অধিকতর আক্ষেপের বিষয় আর কিছুই নহে যে আমি জামায়াতকে এরূপ অসম্পূর্ণ ও অপরিক্ক অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যাইব। আমি নিশ্চয় মনে করি যে কৃপণতা ও ঈমান একই হৃদয়ে একত্রিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সরলান্তঃকরণে খোদাতায়ালার প্রতি 'ঈমান' আনেন, তিনি কেবল সিন্ধুকে আবদ্ধ ধনকেই আপন ধন জ্ঞান করেন না, বরং খোদাতায়ালার সমস্ত ধনাগারকে তিনি আপন ধনাগার মনে করেন ; এবং ফলে অন্ধকার যেরূপ আলো হইতে দূরীভূত হয় তদ্রূপ কার্পণ্যও সেই ব্যক্তি হইতে দূরীভূত হয়।

('আল্‌ফজল্' ১৬ আগষ্ট, ১৯৩৬)।

(২)

খোদা ও ধন সম্পদ

—খোদাতায়ালার উপর ভরসা করিয়া পূর্ণ একনিষ্ঠতা, উদ্যম ও সাহসের সহিত কার্য্য করা উচিত ; কারণ এখনই 'খেদ্‌মত' করার সময়। অতঃপর এরূপ সময় আসিতেছে যে সোণার পাহাড় এই পথে খরচ করিলেও তাহা বর্ত্তমান কালের পয়সার সমানও হইবে না। ইহা স্পষ্ট কথা যে তোমরা দুই জিনিষকে প্রেম করিতে পার না। তোমাদের পক্ষে সম্ভব নহে যে তোমরা অর্থকেও প্রেম কর এবং খোদাতায়ালাকেও প্রেম কর। কেবল একজনকে প্রেম করিতে পার। সুতরাং সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি যে খোদাতায়ালাকে প্রেম করে ; এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেহ খোদাতায়ালাকে প্রেম করিয়া তাঁহার পথে অর্থ ব্যয় করে তবে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে তাহার অর্থেও অন্যের তুলনায় অধিকতর 'বরকত' প্রদান করা হইবে ; কারণ অর্থ নিজে নিজে আসে না, বরং খোদাতায়ালার ইচ্ছানুসারে আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার জন্য অর্থের কিয়দাংশ ত্যাগ করে সে নিশ্চয়ই তাহা ফিরাইয়া পাইবে ; কিন্তু যে ব্যক্তি অর্থকে প্রেম করে এবং খোদাতায়ালার পথে সেইরূপ খেদ্‌মত করে না যাহা তাহার করা উচিত, এমন ব্যক্তি নিশ্চয়ই এইরূপ অর্থকে হারাইবে। ('আল্‌ফজল্' ১৯ আগষ্ট, ১৯৩৬)।

(৩)

স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার

হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) পরলোকগত সৈয়দ খাছিলত আলী শাহ্ সাহেবকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

'আল্লাহ্ জাল্লেশানাহু' (মহিমান্বিত খোদাতায়ালা) বলিতেছেন, عاشروهن بالمعروف অর্থাৎ আপন স্ত্রীর সহিত এরূপ ভাবে জীবন যাপন কর যাহাতে কোন বিষয় প্রচলিত শিষ্টাচার

বিরুদ্ধ না হয় এবং কোন পাশবিক ব্যাপার না ঘটে ; বরং তাহাদিগকে এই অতিথিশালার আপন এক অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করিও এবং তাহাদের প্রতি 'এহ্সান' বা সদয় ব্যবহার করিও। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন خيركم خيركم لاهله অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যে তাহার স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করে।' সদ্ব্যবহারের জন্য এত তাগিদ্ করা হইয়াছে যে আমি এই চিঠিতে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারি না। হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! স্ত্রীজাতি নিরীহ ও অবলা জীব। খোদাতায়ালা তাহাদিগকে পুরুষের তত্ত্বাবধানে দিয়াছেন। তিনি দেখেন প্রত্যেক মানুষ আপন স্ত্রীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করে। নম্র ব্যবহার করা উচিত এবং সর্ব্বদা মনে করা উচিত যে,—'আমার স্ত্রী এক সম্ভ্রান্ত অতিথি, তাহাকে খোদাতায়ালা আমার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন এবং তিনি লক্ষ্য করিতেছেন আমি তাহার অতিথি সৎকারের সর্ত্ত কেমন করিয়া পালন করি। আমি খোদাতায়ালার এক দাস এবং সেও খোদাতায়ালার এক দাসী। তাহার উপর আমার কি শ্রেষ্ঠত্ব আছে?' রক্তপায়ী মানুষ হওয়া উচিত নহে। স্ত্রীগণের প্রতি 'রহম্' (দয়া) করা এবং তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া উচিত। প্রকৃত পক্ষে আমার এই বিশ্বাস যে মানুষের চরিত্রের পরীক্ষার প্রথম উপলক্ষ তাহার স্ত্রী। আমি যখনই দৈবক্রমে আপন স্ত্রীর সহিত তিল পরিমাণও কর্কশ ব্যবহার করি তখনই আমার শরীর ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠে যে, খোদাতায়ালা এক ব্যক্তিকে শত শত ক্রোশ দূর হইতে আমার তত্ত্বাবধানে দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি এরূপ কর্কশ ব্যবহার হয়তঃ আমার পক্ষে অপরাধ হইবে। তখন আমি তাঁহাকে বলি যে,—'আপনি নামাজে আমার জন্য দোয়া করিবেন যে, যদি এই ব্যাপার খোদাতায়ালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইয়া থাকে তবে যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করেন এবং আমার অত্যন্ত ভয় হয় যে, আমরা যেন কোন অত্যাচারমূলক কাজ না করি। অতএব আমি আশা করি যে আপনারাও এইরূপ করিবেন।

('আল্ফজল' ২৮শা আগষ্ট, ১৯৩৬)।

(৪)

খোদাতায়ালার সন্তোষ

—যাহারা শুধু কথার চালাকিকেই ধর্ম্মের সব কিছু বলিয়া মনে করে অথচ হৃদয় তাহাদের কালিমাময়, অপবিত্র ও দুনিয়ার কীট স্বরূপ, তাহারা বড়ই হতভাগা। সুতরাং তোমরা যদি আপন মঙ্গল চাও তবে এরূপ হইও না। বড়ই হতভাগা সেই ব্যক্তি যে আপন 'নফ্সে আম্মারার' (কুপ্রবৃত্তির) প্রতি একবারও ভ্রূক্ষেপ করে না এবং প্রতিপক্ষময় হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া অপরের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে। ফলতঃ এরূপ ব্যক্তির জন্য ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত। সুতরাং তোমরা পূর্ণ 'তাকুয়া' (ধর্ম্ম নিষ্ঠা) অবলম্বন কর এবং পূর্ণ মাত্রায় খোদা ভীতি অবলম্বন কর এবং দোয়ায় রত থাক যেন তোমাদের প্রতি অনুকম্পা করা হয়। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, ক্ষুধার সময় কেবল রুটির নাম দ্বারাই তৃপ্ত হইতে পারে, কিম্বা মাত্র একটি শস্য বীজদ্বারা উদর পূর্ণ করিতে পারে? এইরূপে তোমরা খোদাতায়ালাকেও সন্তুষ্ট করিতে পার না যে পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে 'মুত্তাকী' (ধর্ম্ম নিষ্ঠ) না হও। আপন শত্রুদের পাশবিক উত্তেজনায় 'মোকাবেলা' করিও না যেন তোমারাও তাহাদের মত হইয়া না যাও। কেন না 'জাহেলের' (অজ্ঞের) মোকাবেলা কেবল 'জেহালাত্' (অজ্ঞতা) দ্বারাই হইতে পারে। অতএব তাহারা যদি তোমাদিগকে উৎপীড়ন করে, কষ্ট দেয়, কিম্বা তোমাদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য আমার প্রতি গালাগালি ও কুবাক্য প্রয়োগ করে এবং আমাকে অসম্মান করিবার উপায় অবলম্বন করে, তবে তোমরা ধৈর্য্য ধর এবং চুপ থাক যেন সেই খোদাতায়ালা, যিনি আকাশে থাকিয়া তোমাদের মনকে এবং তাহাদের মনকে দেখিতে পাইতেছেন, তোমাদিগকে প্রতিদান দেন। নিশ্চয় জানিও যে এমন দিন আসিতেছে যে দুনিয়ার সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত এরূপ কঠোর দিন দুনিয়ার উপর সাধারণভাবে কখনও আসে নাই। "এই সকল চালাক লোকের অনুসরণ করিও না ; ইহাদের অন্তঃকরণ কলুষিত ও অপবিত্র ; ইহারা অপরকে খোদাতায়ালার দিকে আহ্বান করে কিন্তু নিজে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকে। খোদাতায়ালা প্রকাশ করিতে চান যে কাহার জীবন অভিশপ্ত এবং কাহার জীবন পবিত্র। অতএব তোমরা এরূপ ব্যথাময় করুণ হৃদয়ে দোয়ায় লিপ্ত হও যেন মরিয়াই যাও, তাহা হইলে তোমরা দ্বিতীয় মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইব।"

('আল্ফজল' ২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৬)।

প্রতিকারের উপায় কি ?

আঁ হজরতের সময়ের বা তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালের মোসলমানগণ যেমন একই মসজিদে, একই ইমামের পশ্চাতে, একই নিয়মে নামাজ পড়িতেন এবং তাহাদের যাবতীয় কাজের সমষ্টিগত পরিণতি যেমন ইসলাম এবং ইসলামী আদর্শের প্রসার ও পরিপুষ্টির সহায়তা করিত, বর্ত্তমান যুগের মোসলমানদিগের মধ্যে যে তেমন কোনও একটা কেন্দ্রীয় আদর্শ দেখা যায় না বা তাহাদের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কাজের সমষ্টিগত ফল যে ইসলামী আদর্শের প্রসার ও পরিপুষ্টির সহায়তা করিতেছে না, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

আজ শুক্রবার ; সাড়ে বারটা বাজিয়াছে ; মুয়াজ্জিনের আজান আমরা সকলেই শুনিয়াছি। এই আজানের মূল্য আমাদের মধ্যে অনেকের নিকট আমাদের সহকর্ম্মী রমেশ বা ভবেশের নিকট যতটুকু, তদপেক্ষা একটুও বেশী নহে। কারণ, মোসলমান হওয়ার দাবী আমাদের সকলেরই সমান হইলেও আমরা প্রত্যেকেই ইসলামের ব্যবস্থা মানিয়া চলা আবশ্যক মনে করি না। আমাদের মধ্যে যাহারা নামাজ পড়েন, তাহারা সকলেই যে সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী মসজিদে যাইবেন, তাহাও নহে। অনেকের নিকট ভারতবর্ষ **"দারুল-হরব" বা যুদ্ধ বিগ্রহের দেশ ; এদেশে জুমার নামাজ সিদ্ধ নহে।** আহ্‌মদী, হানাফী, শাফেয়ী, ও ওহাবী সম্প্রদায়ের ভ্রাতাগণ নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মসজিদে যাইবেন। শিয়া ভ্রাতাগণ কোন মসজিদেই যাইবেন না। কারণ, তাঁহাদের মতে 'ইমাম গায়েবের' পুনরাগমন না হওয়া পর্য্যন্ত 'জুমা'র 'জামাতয়া' সিদ্ধ নহে।

ধর্ম্ম-ব্যবহার চুলচেরা খুটি নাটি মস্‌লা মসায়েলের জন্য একই কেতাব, একই রসুল এবং একই কেবলার অধীন মোসলমান জাতি যেভাবে পরস্পর বিবাদমান অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দায়ীত্ব হয়ত আমরা আমাদের শাস্ত্রবিদগণের (আলেমদিগের) সঙ্কীর্ণতা, অদূর দর্শীতা ও দুর্ব্বুদ্ধির উপর চাপাইয়া দিয়া নিস্তার পাইতে চেষ্টা করিব। আলেমগণ হয়ত তাহাদের দেওয়া ধর্ম্ম-ব্যবস্থার দোষ ত্রুটির দায়ীত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন। বস্তুতঃ আমাদের আলেমগণ তাঁহাদের ত্রুটি কতকটা ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, এবং তাহার সংশোধনের চেষ্টাও করিতেছেন ; কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক কর্ণধারগণ যেভাবে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য বিজাতির হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাদের ব্যক্তিগত দুরাশা চরিতার্থ করিবার জন্য যেভাবে জাতীয় স্বার্থের বলিদান করিয়াছেন, তাহার দায়ীত্ব কে বহন করিবে ? অবশ্য "যত দোষ, নন্দ ঘোষ" প্রবাদ অনুযায়ী বেচারা আলেমদের স্কন্ধে রাজনৈতিক কর্ণধারগণের দোষ চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

ফল কথা, মোসলমান সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যে মোটেই সন্তোষজনক নহে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। "চোখ বুজলে বা ছোট হয় না।" তর্কস্থলে হার স্বীকারের লজ্জার ভয়ে এ কথা বলিয়া কোন লাভ নাই যে আমরা বেশ আছি ; আমাদের তেমন কিছু পতন হয় নাই ; আমরা জাতীয় জীবনের একটা অতি সাধারণ রকমের ভাটা অতিক্রম করিতেছি মাত্র ; সত্বর জোয়ার আসিবে এবং যথা সময়ে সব কিছু দোরস্ত হইয়া যাইবে। আমরা যদি বেশই আছি, আমরা যদি আদর্শ ভ্রষ্ট না হইয়া থাকি, আমরা আমাদের "জাতীয় কর্ত্তব্য" সম্পাদনে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়াছি কেন ? কোরআন বলে, "তোমরা শ্রেষ্ঠতম জাতি। জগতের কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব হইয়াছে। জগতের জন্য যাহা কিছু শুভ ও মঙ্গলময়, তোমরা তাহা শিক্ষা দিবে ; এবং যাহা কিছু অশুভ ও অকল্যাণকর, তাহা দূরীভূত করিবে।" (সুরা ৩, আয়েত ১০৯ দেখুন)। এক কথায়, কোরআন আমাদিগকে 'জগদ্‌গুরু' বা 'জগতের ত্রাণকর্ত্তার' আসন দান করিয়াছে। অন্যত্র আমাদিগকে জগতের আদর্শ জাতি বলিয়াছে (সুরা ২, আয়েত ১৪৩)। আমরা কি আমাদের এই মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছি ? আমরা কি আমাদের এই বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতেছি ? এই কর্ত্তব্য পালনের যোগ্যতা আমাদের আছে কি ? মোসলিম জাতির নিকট জগত আজ কতখানি কল্যাণ লাভ করিতেছে ? বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত আমরা অক্‌সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজে যাইতেছি, না জগৎ আমাদের নিকট আসিতেছে ? আমরা ইউরোপের অনুকরণ করিতেছি, না ইউরোপ আমাদের অনুকরণ করিতেছে ? জগৎ আমাদের নিকট অর্থনীতি শিক্ষা করিতেছে, না ইউরোপীয় অর্থনীতির

প্রভাবে আমরা 'সুদ' বা 'রেবার' সংজ্ঞা বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছি? জগৎ আমাদের নিকট সমাজ গঠন প্রণালী শিক্ষা করিতেছে, না আমাদের স্ত্রীকণ্যাগণ মেম সাহেব সাজিতেছে?

আমাদের এই শোচনীয় পতনকে জাতীয় জীবনের একটা সাধারণ ভাটার অবস্থা মনে করা কোন মতেই সঙ্গত হইবে না। ভাটার সময় দরিয়ার জল কম দেখাইতে পারে; দরিয়া সম্পূর্ণ রূপে জল-শূন্য হয় না। আজ যে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, এমনকি নৈতিক উৎকর্ষের দিক দিয়াও আমরা অন্য কোন জাতি হইতে বড় বলিয়া যথার্থভাবে শ্লাঘা করিতে পারি না, ইহা আমাদের আদর্শ বিচ্যুতিরই পরিচায়ক। বস্তুতঃ, আমাদের ভাবুক, সাহিত্যিক, কবি, রাজনৈতিক, সমাজ-সেবক ও ধর্ম্মনেতা এবিষয়ে এক মত। তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ শুধু প্রতীকারের ব্যবস্থা নির্ণয় সম্বন্ধে। কেহ বলেন, ইংরাজী শিক্ষার প্রসার আমাদিগকে মুক্তি দান করিবে। কেহ বলেন, ধর্ম্মশিক্ষা ও ইংরাজী শিক্ষার সমাবেশ আমাদিগকে মুক্তি দান করিবে। কেহ বলেন, রাজক্ষমতা অর্জ্জন করা ব্যতীত মুক্তির আর কোন উপায় নাই। কেহ বলেন, ইসলামের বিধান পালনে তৎপরতা ব্যতীত মুক্তি আসিবে না। কেহ বলেন, বিংশ শতাব্দীতে হুবহু কোরাণ শরীফের বিধান মানিয়া চলা সম্ভব নহে, ধর্ম্মের বিধান সমূহের মধ্যে আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করা ব্যতীত মুক্তি সম্ভব নহে। এই সকল বিভিন্ন মত,—আলিগড় আন্দোলন, আহ্‌মদীয়া আন্দোলন, প্যান-ইসলাম আন্দোলন, বাহাই আন্দোলন, শেখ সেনৌসীর আন্দোলন, নদওয়াতুল ওলামা, আঞ্জোমনে ইস্‌লাহুল মোস্‌লেমীন, হক্কানী আঞ্জোমন ইত্যাদির আকারে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। অন্য কথায়, মোসলমান জাতির পুনরুত্থানের জন্য বিভিন্ন মোসলমান ভাবুকের মনে যে সকল বিভিন্ন পরিকল্পনা (scheme) জাগিয়াছে, তাহাই রূপ পরিগ্রহ করিয়া এই সকল বিভিন্ন আন্দোলনের আকারে দেখা দিয়াছে। এই সকল আন্দোলনের সমষ্টিগত আলোচনা হইতে আমাদের ভাবিবার, বুঝিবার ও শিখিবার মত বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

মোসলমান সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে যাহারা সন্তোষজনক বিবেচনা করেন, অথবা যাহারা সন্তোষ জনক বিবেচনা না করিলেও প্রতীকারের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা আবশ্যক মনে করেন না, আপাততঃ তাহাদিগকে খোদাতায়ালার 'হাওয়ালা' করিলাম—"ইন্না লেল্লাহে অ ইন্না এলায়হে রাজেউন"। অবশিষ্ট যাহারা জাতির এই শোচনীয় পতনের জন্য প্রাণে জ্বালা অনুভব করেন, উম্মতের শ্রেষ্ঠতাই নবীর শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ, মোসলমানের পক্ষে জ্ঞান গরিমায় নৈতিক উৎকর্ষের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠতম জাতি হওয়াই কোরআন ও 'সাহেবে-কোরআনের' মহিমা ব্যঞ্জক,—এই অতি সহজ কথা যাহারা বুঝেন, তাহাদিগকে আমরা আহ্বান করিতেছি। জগতের কল্যাণ ও মোসলমান জাতির পুনরুত্থান সম্বন্ধে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়া চিন্তা করিয়াছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে আহ্‌মদীয়া আন্দোলনই এই সমস্যার সমাধান করিবে। অবশ্য অন্ধের হাতী দেখার মত একদেশদর্শী হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। সকল দিক দেখিয়াছি, শুনিয়াছি এবং সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছি। কি ভাবে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য আমরা সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। ভবিষ্যতে আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিবার ইচ্ছা রহিল। অ-মা-তওফিকী-ইল্লাহ্‌ বিল্লাহ্‌।

'রওশন'

(১৬ই সেপ্টেম্বর, রোজ শুক্রবার)।

ধর্ম্ম বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য

'আহ্‌মদী' পড়ুন! 'আহমদী' পড়ুন!!

বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম ১৷৷০ মাত্র

নীতি-শিক্ষা

কোরাণ-শরীফ ও ইঞ্জিল কিতাব

ইঞ্জিল সমূহে বিনয়ী ও দীন হীন ব্যক্তিদের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং এইরূপ ব্যক্তিরও প্রশংসা করা হইয়াছে, যে উৎপীড়িত হইয়াও প্রতিবাদ করে না; কিন্তু কোরাণ শরীফ এই কথা বলে না যে তুমি সর্ব্বদাই নিরীহ হইয়া থাক এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না, বরং এই শিক্ষা দেয় যে, বিনয়, দীনতা, ও প্রতিবাদ না করা উত্তম, কিন্তু এই সদ্‌গুণ-সমূহ অনুপযুক্ত স্থলে ব্যবহৃত হইলে অন্যায় হইবে। অতএব তোমরা অবস্থা ভেদে প্রত্যেক পূণ্য কার্য্য সম্পাদন করিবে, কারণ অবস্থার বৈষম্যে পূণ্য কার্য্যও পাপে পরিণত হয়। তোমরা দেখিতে পাও যে বৃষ্টি কত উপকারী ও কত প্রয়োজনীয়, কিন্তু অসময়ে বৃষ্টিপাত হইলে, তাহা ধ্বংসের কারণ হইয়া যায়। তোমরা উপলব্ধি করিতে পার যে, কোন উষ্ণকর বা স্নিগ্ধকর খাদ্য অনবরত ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকিতে পারে না। স্বাস্থ্য তখনই ঠিক থাকিবে যখন সময় ও অবস্থা অনুযায়ী তোমাদের খাদ্য ও পানীয় বস্তুর মধ্যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে থাকে। সুতরাং কঠোরতা ও নম্রতা, ক্ষমা ও প্রতিশোধ, আশীর্ব্বাদ ও অভিসম্পাত এবং অন্যান্য নৈতিক গুণ সমূহ যাহা তোমাদের সময়োপযোগী হয় তাহাতেও এইরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। উচ্চ স্তরের বিনয়ী ও সুশীল হও, কিন্তু অসঙ্গত অবস্থায় ও অসঙ্গত স্থলে নহে; এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিও যে সত্যিকারের নৈতিক উৎকর্ষ, যাহার সহিত প্রবৃত্তির কামনার কোন বিষাক্ত মিশ্রণ থাকে না, তাহা স্বর্গ হইতে 'রুহুল্‌ কুদ্দুসের' (পবিত্রাত্মার) সাহায্যে আসে। অতএব যে পর্য্যন্ত তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে উক্ত সুনীতি দান করা না হয় সেই পর্য্যন্ত তোমরা কেবল আপন প্রচেষ্টায় এই সমস্ত নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করিতে পার না। যে ব্যক্তি স্বর্গীয় অনুগ্রহে 'রুহুল কুদ্দুসের' সাহায্যে নৈতিক চরিত্র লাভ করে নাই তাহার এইরূপ দাবী মিথ্যা। তাহার তথাকথিত নৈতিক অবস্থা ঠিক ঐরূপ স্বচ্ছ জলের ন্যায় যাহার নিম্নে কর্দ্দম ও গোময় রহিয়াছে, যাহা প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময় প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং তোমরা সতত খোদাতায়ালা হইতে শক্তি প্রার্থনা কর যেন এইরূপ কর্দ্দম ও গোময় যুক্ত অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পার এবং 'রুহুল্‌ কুদ্দুস্‌' তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের পবিত্রতা ও নম্রতা উৎপাদন করে। স্মরণ রাখিও যে নিখুঁত পবিত্র চরিত্র সাধু পুরুষগণের 'মো'জেজা' (আধ্যাত্মিক আলৌকিক ব্যাপার)। অন্য কেহই এরূপ চরিত্রের অধিকারী হইতে পারে না। কেন না, যে ব্যক্তি খোদাতায়ালাতে বিলীন হইয়া না যায় সে স্বর্গ হইতে শক্তি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির পক্ষে পবিত্র নৈতিক গুণ অর্জ্জন করা সম্ভবপর নহে। অতএব তোমরা আপন স্রষ্টা খোদাতায়ালার সহিত পবিত্র বন্ধন স্থাপন কর। ঠাট্টা, বিদ্রূপ, দ্বেষ, কুবাক্য, লোভ, মিথ্যা, ব্যভিচার, কাম-লোলুপ দৃষ্টি, কুচিন্তা, সংসার পূজা, অহঙ্কার, গর্ব্ব, অহমিকা, পাষণ্ডতা, কুটতর্ক ইত্যাদি সব পরিহার কর। অতঃপর তোমরা স্বর্গ হইতে এই সমস্ত (নৈতিক উৎকর্ষ) লাভ করিতে পারিবে। যে পর্য্যন্ত সেই স্বর্গীয় শক্তি তোমাদের সহায় না হয় যাহা তোমাদিগকে উর্দ্ধ দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবে, এবং যে পর্য্যন্ত জীবন-প্রদ 'রুহুল্‌ কুদ্দুস্‌' তোমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা নিতান্তই দুর্ব্বল এবং অন্ধকারে নিপতিত, বরং প্রাণ-হীন মৃত দেহ স্বরূপ। এরূপ অবস্থায় না তোমরা কোন বিপদের প্রতিরোধ করিতে পার, না সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের সময় অহঙ্কার ও গর্ব্ব হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার এবং প্রত্যেক দিক দিয়াই তোমরা শয়তান এবং প্রবৃত্তির কামনার অধীন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তোমাদের একমাত্র প্রতিকার-ত ইহাই যে, 'রুহুল্‌ কুদ্দুস্‌'—যাহা খোদাতায়ালা হইতে অবতীর্ণ হয়, তোমাদের গতি পুণ্য ও সাধুতার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেয়। অতএব তোমরা স্বর্গ-প্রিয় হও, মর্ত্ত্য-প্রিয় হইও না; আলোর উত্তরাধিকারী হও, অন্ধকারের প্রেমিক হইও না, যেন তোমরা শয়তানের বিচরণ-স্থান হইতে নিরাপদ হইতে পার। কারণ শয়তান চিরকালই অন্ধকার প্রিয়, আলোকের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, কেন না ইহা পুরাতন চোর যে অন্ধকারে চলা-ফেরা করে।

———

আহমদীর মন্তব্য

আমীরে মিল্লত্—লাহোরের এক সংবাদে প্রকাশ যে মৌলানা আজীজ হিন্দী নামক জনৈক ব্যক্তি বাদশাহী মসজিদে মোসলমানদের একটি বিশেষ সভা আহ্বান করতঃ এই প্রস্তাব করিবেন যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবকে 'আমীরে মিল্লত্' (ভারতীয় মোসলমানদের নেতা) পদে বরণ করা হউক। অতঃপর শীঘ্রই লাহোরে একটি সভা আহ্বান করিয়া চূড়ান্ত-রূপে সেই প্রস্তাবকে গ্রহণ করিবার জন্য পেশ করা হইবে। মৌলানা হিন্দী সাহেব বর্ত্তমানে লাহোরের বাদশাহী মস্‌জিদে বিশেষ 'এবাদতে' মশ্‌গুল আছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে কোরাণ-শরীফের আদেশানুসারে তাঁহাদের যদি একজন 'আমীরে মিল্লত' থাকিত, তবে মোসলমানদের আভ্যন্তরীন বিবাদ-বিসম্বাদ নিবারণ করা যাইত। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের নিকট উক্ত প্রস্তাব গ্রহণীয় হইবে কিনা তাহা জানা যায় নাই। নেতা, আমীর, বা খলীফা ব্যতীত মোস্‌লেম মণ্ডলীর কল্পনাই করা যায় না। বিশেষ 'এবাদতের' পবিত্র প্রভাবে মৌলানা হিন্দী সাহেবের সম্মুখে কোরাণ তথা এসলাম-ধর্ম্মের এই মৌলিক সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে দেখিয়া আমরা মৌলানাকে আন্তরিক মোবারক-বাদ জানাইতেছে। মৌলানা সাহেব যদি আরও বিশেষ এবাদত করেন, তবে বুঝিতে পাইবেন যে শুধু ভারতীয় মোসলমানদের নয়, সমগ্র জগতের মোসলমানদের একজন আমীর বা খলীফা থাকা চাই-ই, এবং তাহা শুধু মোসলমানদের আভ্যন্তরীন বিবাদ বিসম্বাদ প্রশমনের জন্য নহে, পক্ষান্তরে "তাহাদের জন্য মনোনীত ধর্ম্মকে দৃঢ় করিবার জন্য এবং তাহাদের ভয়কে শান্তিতে পরিণত করিয়া দিবার জন্য" মোসলমানদের মধ্যে যাহারা ঈমানদার (বিশ্বাসী) এবং সৎকার্য্যশীল তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা খলীফা দিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগকে খলীফা দিয়াছিলেন; প্রকৃত মোসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার সনাতন প্রতিশ্রুতি এবং ব্যবহার কোরাণ শরীফের অনুসারে ইহা-ই, (সূরাহ্‌নুর, ৭ম রুকু)। এই আয়েতের শেষাংশ পাঠ করিলে ইহা-ই বোধগম্য হয় যে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকৃত এবাদত করিতে হইলে এবং শের্‌ক্ (অংশ বাদ) হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, মোটকথা, প্রকৃত মোসলমান হইতে হইলে খলীফার অধীনতা স্বীকার ব্যতীত মোসলমানের গত্যন্তর নাই। এই জন্যই হাদিস শরীফে উল্লিখিত আছে যে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক একশত বৎসরের শীর্ষভাগে মোসলেম মণ্ডলীকে পুনর্জ্জীবন দান করিবার জন্য এক একজন মোজাদ্দেদকে আবির্ভূত করিবেন, এবং যে ব্যক্তি সেই মোজাদ্দেদ বা ইমামের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া মৃত্যুলাভ করিবে, তাহার 'জাহেলের' মৃত্যু হইবে। আমরা মৌলানা হিন্দী সাহেবকে সসম্মানে জানাইতেছি যে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামে হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)কে যথাসময়ে মোসলমানদের সংস্কারের জন্য ও তাহাদিগকে সুপথে পরিচালনা করিবার জন্য আবির্ভূত করিয়াছেন। এই বিষয়েও তিনি অনুধারণ করুন। 'আস্‌-সালামো-আলা মানিত্তাবাউল্‌ হুদা।'

জগৎ আমাদের

বিদেশী সংবাদ

হাঙ্গেরী—আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্,—খোদাতায়ালার ফজলে হাঙ্গেরীতে আমাদের মিশন ক্রমশঃই সাফল্য মণ্ডিত হইতেছে। আমাদের প্রচারক আল-হাজ্‌ আহ্‌মদ খান্ আইয়াজ এল, এল, বি-র প্রচারের ফলে কতিপয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তথায় আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন এবং ইদানিং সংবাদ আসিয়াছে যে তথাকার এক ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরের কন্যা Aranka Kulajta পবিত্র আহ্‌মদী সিল্‌সিলায় দাখেল হইয়াছেন। খোদাতায়ালা তাঁহাকে 'ঈমান' ও 'আমলে' উন্নতি দান করুণ। —আমীন।

বোদাপেস্তের এক দৈনিক পত্রিকা 'Favorasi Hirap'এ প্রকাশ যে উক্ত প্রচারক সাহেব বোদাপেস্তের লর্ড মেয়র সার চার্লস সিণ্ডির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে তাঁহাকে জ্ঞাত করাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বোদাপেস্তের আরো

কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বন্ধুগণ তাঁহার সফলতার জন্য দোয়া করিবেন।

আফ্রিকা—ইদানিং আফ্রিকার আহ্‌মদী ভ্রাতাগণ হজরত আমীরুল্‌ মোমেনীনের প্রতীষ্ঠিত 'তাহ্‌রীকে জদীদে'র চাঁদা বাবত 'হাওয়াই' জাহাজযোগে মব্‌লগ্‌ ৫০৪৲ টাকার একখানি মনি অর্ডার পাঠাইয়াছেন। 'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌,' আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদিগকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করুণ। **বাঙ্গালার আহ্‌মদিগণও এইরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ এখ্‌লাসের পরিচয় প্রদান করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।**

প্যালেষ্টাইন—প্যালেষ্টাইনে মৌলবী মহম্মদ সলিম সাহেব, মৌলবী ফাজেল, প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তথা হইতে আরবী ভাষায় 'আল্‌বুশরা' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। তথায় 'কাবাবীর' জামায়াতে একটি আহ্‌মদীয়া মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্য মাসে 'হায়ফাতে' আরবী ও হিব্রু ভাষায় বহু তবলীগী পুস্তিকা বিতরণ করা হইয়াছে; খোদাতায়ালা তথাকার জামায়াতের এই তবলীগী প্রচেষ্টাকে সফল করুন।

—আমীন।

তুরস্ক—হজরত আমীরুল মোমেনীনের আদেশে তবলীগ কার্য্য সমাধা করিবার উদ্দেশ্যে ডাঃ মোহম্মদ উদ্দীন সাহেব, মৌলবী ফাজেল, গত এপ্রিল মাসে আঙ্গোরায় পৌঁছেন। বর্ত্তমানে তিনি তুরস্কের বিভিন্ন স্থান পর্য্যটন করিয়া তথাকার ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ইদানিং তিনি তাঁহার আঙ্গোরা ও ইস্তাম্বুলের এক ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়াছেন যে তুর্কিগণ কোরাণ শরীফকে তুরস্ক ভাষায় পরিবর্ত্তিত করে নাই, কেবল তুরস্ক ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছে। নামাজ আরবী ভাষায়ই হয়, তবে **আজান ও আকামত তুর্কী ভাষায় হয়।**

এই পর্য্যটন প্রসঙ্গে স্তাম্বুল ও আল্‌বেণীয়ার কতিপয় আলীমের সঙ্গে তাহার ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা হয়, এবং তাঁহাদিগকে তিনি আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে কতিপয় বিষয় জ্ঞাত করেন।

খোদাতায়ালা আমাদের এই 'মোজাহেদ' ভ্রাতার জন্য তবলীগের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিন।

—আমীন।

মোবাল্লেগীনের বিষয়—

(ক) অত্র মাসে সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ জনাব মৌলানা জিল্লুর রাহ্‌মান সাহেব দারুৎ তব্‌লীগে থাকিয়া কোরাণ শরীফ, 'মেশ্‌কাত্‌শরীফ' ও 'তাজ্‌কেরা'—এই গ্রন্থত্রয়ের 'দরস' দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আনসারুল্লহ্‌র সাপ্তাহিক মিটিংএ 'ওফাতে মসিহ' ও 'নবুয়ত' এই দুই বিষয়ের উপর ক্রমাগত ৪ সপ্তাহ ধারাবাহিকরূপে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। খোদাতায়ালার ফজলে এই 'দরস' ও মিটিংএর ফলে উত্তম তবলীগ ও তরবীয়ত হইয়াছে। খোদাতায়ালা তাঁহার এই উভয় বিধ খেদমতকে 'মোবারক' (শুভ ও সুফলযুক্ত) করুন।

(খ) সদর আঞ্জোমনের অন্যতম মোবাল্লেগ মৌলবী মোজফর উদ্দিন চৌধুরী বি, এ, অত্র মাসে হেড-কোয়ার্টারের জরুরী কার্য্য বশতঃ টুরে যাইতে পারেন নাই। হেড্‌ কোয়ার্টারে তিনি 'আহমদীর' কার্য্যে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন ও কতিপয় হ্যাণ্ডবিল ও ট্রাক্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। জাজাহুমুল্লাহ্‌।

(গ) বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী অজীজুদ্দিন সাহেব অত্র মাসে ছুটিতে ছিলেন। ছুটিতে থাকিয়াও তিনি যথেষ্ট খেদমত করিয়াছেন।

দারুৎ তবলীগ, ঢাকা—

দারুৎ তবলীগে রীতিমত 'দরস' ও মিটিং হইতেছে। হিন্দু মোসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক আগ্রহের সহিত মিটিংএ যোগদান করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত বহু আগন্তুক দিগকে তব্‌লীগ করা হইতেছে।

সদর আঞ্জোমন, (কাদিয়ান)—

সদর আঞ্জোমন হইতে ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন মিশনারী খান সাহেব মৌলানা ফরজন্দ আলী সাহেব আমাদের এবারকার বাৎসরিক জল্‌সায় যোগদান করিবেন বলিয়া কাদিয়ান হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন খোদাতায়ালা তাঁহার আগমনকে মোবারক করেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে মস্‌জিদ্‌—

খোদাতায়ালার ফজলে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের মাননীয় আমীর খান্‌বাহাদুর মৌলভী আবুল হাশেম খান্‌ চৌধুরী সাহেবের চেষ্টায় অত্র মস্‌জিদের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌। এই মসজিদের ভিত্তি আমাদের ভূতপূর্ব্ব আমীর শ্রদ্ধেয়

মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ মরহুম সাহেবের বাটীর পূর্ব্বাংশে স্থাপিত হইয়াছে। তদীয় কতিপয় ওয়ারিশান এই মসজিদের জন্য তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ সদর আঞ্জোমন আহমদীয়ার নিকট ওয়াক্‌ফ করিয়া দিয়াছেন। খোদাতায়ালা তাঁহাদিগকে ইহপরকালে উত্তম 'জেজা' ও পুরস্কার প্রদান করুন।

—আমীন!

প্রাপ্তি স্বীকার

অদ্য ৩১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ হইতে আহমদীয়ার বার্ষিক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। আমরা এই ভ্রাতাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশাকরি অন্য ভ্রাতাগণও তাঁহাদের দেয় চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাহারা আংশিকভাবে চাঁদা দিয়াছেন তাহাদের নাম এখানে প্রকাশ হইল না। আশা করি তাহারাও বক্রী চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

অত্র মাসের চাঁদা দাতাগণের নাম

মৌঃ আবদুল জলীল ক্লার্ক, সিভিল কোর্ট;
মৌঃ আবদুল লতীফ, শিক্ষক;
মৌঃ আবদুল কাদেম খন্ চৌধুরী;
মৌঃ আমীর হুসেন ক্লার্ক, সিভিল কোর্ট;
মুন্সি আবদুর রহমান, প্রেসিডেন্ট আঞ্জোমনে আহমদীয়া;
মুন্সি আবদুল হেকিম;
ডাঃ, মহম্মদ মুসা, এইচ, এম, বি;

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্সের বিংশতি অধিবেশনের

প্রোগ্রাম

২৮শা অক্টোবর—মহিলা কন্‌ফারেন্স

প্রথম অধিবেশন—বেলা ১০½ টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত
দ্বিতীয় অধিবেশন— „ ২ টা „ ৫টা „

২৯শা অক্টোবর—১ম অধিবেশন—বেলা ১০½টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত

১। কোরাণ শরীফ ও কবিতা পাঠ ... ... ১০ মিনিট
২। প্রাদেশিক আমীরের অভিভাষণ ... ... ৩০ „
৩। গত বৎসরের কার্য্য বিবরণী ... ... ৩০ „
৪। নবুয়ত ... ... ৫০ „
৫। ইসা (আঃ) এর মৃত্যুতে ইস্‌লামের পুনর্জ্জীবন ৩০ „

নামাজ—'জোহ্‌র' ও 'আস্‌র' একত্রে—১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত

২য় অধিবেশন—বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

১। কোরাণ শরীফ ও কবিতা পাঠ ... ... ১০ মিনিট
২। ইস্‌লামে নবী ... ... ১ ঘণ্টা
৩। জগতে আহ্‌মদীয়ত ... ... ৩০ মিনিট
৪। হজরত ইসা (আঃ) মৃত্যু সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব ... ৪০ „
৫। তিনিই আমাদের কৃষ্ণ... ... ... ৪০ „

৩০শা অক্টোবর—১ম অধিবেশন—বেলা ১০½টা হইতে ১২½টা পর্য্যন্ত

১। কোরাণ শরীফ ও কবিতা পাঠ ... ... ১০ মিনিট
২। খেলাফত ... ... ১ ঘণ্টা
৩। আজ্‌মী মাহ্‌দী ও আরবী মুরীদ... ... ৩০ মিনিট
৪। তাহ্‌রীকে জদীদ্ ... ... ৩০ „

জোম্‌আর নামাজ—১২½ টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত

২য় অধিবেশন.....বেলা ২টা হইতে ৫ট পর্য্যন্ত

১। কোরাণ শরীফ ও কবিতা পাঠ ... ... ১০ মিনিট
২। হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) সত্যতার প্রমাণ ৩০ „
৩। হজরত আহ্‌মদের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ... ৪০ „
৪। খেলাফতে' মাহ্‌মুদ' (হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল্ মসিহ, আইঃ) ... ৩০ „
৫। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তাহার সমাধান ... ৩০ „
৬। রসুলে করীমের (দঃ) বরুজ ... ... ৪০ „

—দোয়া—

নোট ঃ—বন্ধুগণ নিজ প্রয়োজন মত বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনয়ন করিবেন।

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্টকাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরাণ শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরাণ শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (দঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশী বাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরাণ শরীফে বর্ণিত তক্‌দীর বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরাণ ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি। এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরাণ শরীফের পংক্তিতে ———"তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন .....এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"—হজরত মোহম্মদের (দঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাহাকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং নবী ইসা মসিহ্‌ এবং মাহ্‌দি নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরাণ শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (দঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভব পর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (দঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (দঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (দঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (দঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে:—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরতের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্রসহকারে কোন নবী আসিবেন না! এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের মোজেজো বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরাণ শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীয়া মতবাদ কি ?

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ আলায়হেস্‌সালামের দাবী এই যে বিভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্ন নামে শেষ যুগে যে মহাপুরুষের আগমনের সংবাদ আছে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ। অতীত যুগসমূহের পয়গম্বর বা অবতারগণের ন্যায় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইয়া ধর্ম্মের অভিজ্ঞতামূলক ব্যাখ্যা প্রচার করা এবং যাবতীয় ভুল ধারণার সংশোধন করা তাঁহার কাজ।

তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইসলাম বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত ধর্ম্ম। কালের প্রভাবে মুসলমানের মধ্যে যে সকল ভুল ধারণা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তিনি তৎসমুদয়ের সংশোধন করিয়া ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইসলামের অনুসরণ করিয়া মানুষ হজরত ঈসা, হজরত মুসা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণের তুল্য জ্ঞানী ও শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে।

হজরত আহ্‌মদ (আঃ) ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ১৯০৮ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত হজরত মৌলানা মৌলবী হাজী হাকীম নুরুদ্দিন 'রাজী-আল্লাহ-আনহু' তাঁহার প্রথম খলিফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান খলিফার নাম হজরত মির্জা বশীর-উদ্দিন মাহমুদ আহ্‌মদ (আইয়াদুহুল্লাহু-তায়ালা বেনাছরিহিল্‌ আজীজ্‌)।

পাঞ্জাবের জিলা গুরুদাসপুরের অধীন কাদিয়ান সহর আহ্‌মদীয়া মতবাদের কেন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহার শাখা সমিতি আছে। কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনার জন্য 'সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া' নামক একটি আঞ্জোমন আছে। এই আঞ্জোমনের অধীন কয়েকটি বিভাগ আছে। এই সকল বিভাগের সেক্রেটারিগণ হজরত খলিফাতুল্‌ মসিহের তত্ত্বাবধানে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করেন।

আহমদীর নিয়মাবলী।

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সংখ্যা আহমদীতে এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক' আহমদী ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

UNIQUE OPPORTUNITY FOR READERS OF RELIGIOUS PERIODICALS.

আহ্‌মদী—বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা

The Sunrise—A High Class Weekly, published from Lahore, devoted to religious, political, and social interests of the country. Annual Subscription Rs. 4/-, For students Rs. 3/-

The Review of Religions—A High Class Monthly Magazine devoted to the study and criticism of all religions of the world and the true exposition of Islam. Annual Subscription Rs. 4/-

A limitted number of the above periodicals are offered by the Bengal Provincial Ahmadiyya Association at the concession rate of Re. 1/- each per annum.

Apply immediately to the General Secretary, at 15 Bakshibazar Road, Dacca

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. B. L. from 15, Bakshi Bazar Road, Dacca. (Bengal).